হেল্প (HELP)

দি মোনঘরীয়ান্স

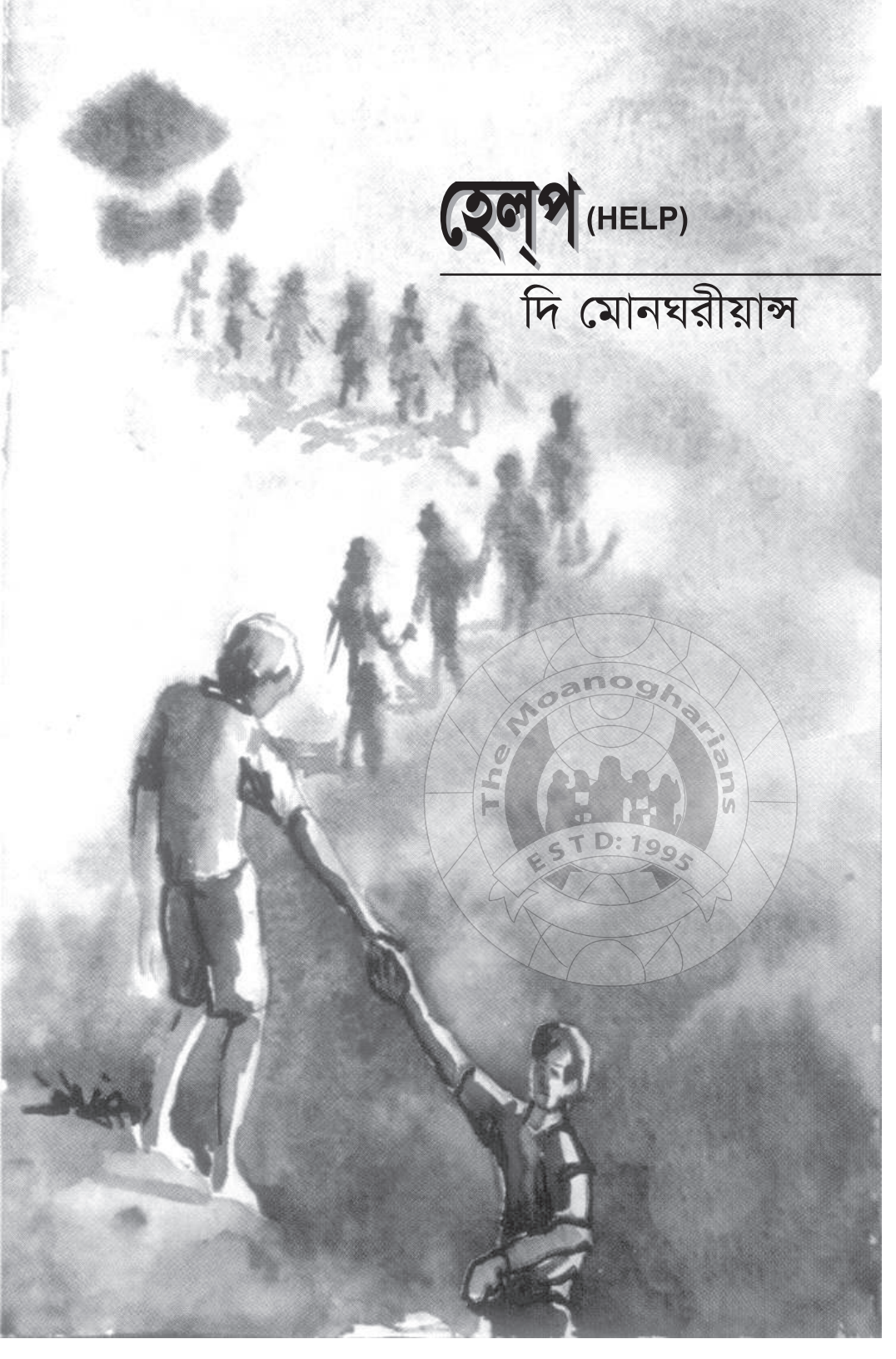

হেল্‌হ

সম্পাদক
নন্দ কিশোর চাকমা

কম্পিউটার গ্রাফিক্স ও প্রচ্ছদ ডিজাইন
ভানরাম থ্রির বম

প্রকাশনায়
দি মোনঘরীয়ান্স

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০১৮

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৩০ টাকা

মুদ্রণে
সীবলী অফসেট প্রেস
কাকলী মার্কেট, কাঠালতলী, রাঙ্গামাটি।
ফোন ঃ ০৩৫১৬১৮৮২

সূচীপত্র

ক্র:নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	দি মোনঘরীয়ান্সের পক্ষ থেকে	০১
০২.	মোনঘর এবং দি মোনঘরীয়ান্স	০২
০৩.	মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ধারনা	০২
০৪.	হেল্প কর্মসূচিতে মেমোরিয়্যাল বৃত্তিসহ	০৪
০৫.	হেল্প এর অধীনে অধ্যয়নরত কয়েক জন ছাত্র-ছাত্রীর অভিব্যক্তি	১২
০৬.	২০১৭ সালে হেল্প এর চিত্র	২১
০৭.	২০১১ সাল থেকে এক নজরে হেল্প এর চিত্র	২৩
০৮.	খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটি জেলার মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপ	২৪
০৯.	জানুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত যারা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন	২৬
১০.	হেল্প এর অধীনে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা	২৯
১১.	হেল্প এর অধীনে অধ্যায়ন সমাপ্তকারী ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা	৩৩
১২.	আর্থিক আয়-ব্যয়ের হিসাব (জুলাই'১৬-ডিসেম্বর ২০১৬ এবং জানুয়ারী'১৭ - ডিসেম্বর'১৭)	৩৪
১৩.	আপনিও হেল্প কর্মসূচিতে সহযোগিতা করতে পারেন	৩৫

দি মোনঘরীয়ান্সের পক্ষ থেকে

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য- মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। সংক্ষেপে এটি মোনঘর হেল্প (Higher Education Loan Program- HELP) নামে পরিচিত। ২০১১ সালের জুলাই মাসে মাত্র ১৪ জনের কাছ থেকে সংগৃহীত টাকায় ১০ জন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীকে সহযোগিতা দিয়ে এ কার্যক্রম শুরু হয়। বিগত ২০১৭ সালে দেশের বিভিন্ন কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন ৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এ কর্মসূচীর আওতায় সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় তিনশত জন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, মোনঘরের শুভাকাংখী ব্যক্তিবর্গ এ কর্মসূচীতে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন।

মোনঘর উচ্চশিক্ষা কর্মসূচীতে প্রত্যেক বছর বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করে থাকেন। কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে অল্প সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে সহযোগিতা প্রদান করা সম্ভব হয়। আশার কথা প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ কর্মসূচীতে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানকারী সুহৃদয় ব্যক্তির সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। বর্তমানে অনেক শিক্ষানুরাগি ব্যক্তি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এ মহতি কাজে এগিয়ে আসছেন। রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়িতে গঠিত মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপের সদস্যগণ এ কাজে তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে তাঁদের স্বেচ্ছা শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া এ কর্মসূচীর আওতাধীনে কিছু সহৃদয় ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ স্মৃতিস্মারক বৃত্তি চালু করেছেন। হেল্প-এ বর্তমানে ৭ টি স্মৃতিস্মারক বৃত্তি রয়েছে। প্রতি বছর বৃত্তির সংখ্যাটা বেড়ে চলেছে। আমরা দি মোনঘরীয়ান্সের পক্ষ থেকে মোনঘরের সকল প্রাক্তন ছাত্রী-ছাত্রী, শিক্ষানুরাগি ও শুভাকাঙ্খীদের এই মহতী কার্যক্রমে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে আহ্বান জানাবো।

আর্থিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অংশ হিসেবে পূর্বের ধারাবহিকতায় হালনাগাদ আকারে এ সংখ্যাটি(৪র্থ) প্রকাশ করা হল। এছাড়াও সকল আর্থিক হিসাব নিকাশ ই-মেইল/ এসএমএস এবং ষান্মাষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে হালনাগাদ করা হয়। হেল্প-এর কার্যক্রম আরো ভালভাবে পরিচালনার জন্য আমরা সকলের মতামত ও পরামর্শ প্রত্যাশা করি।

মোনঘরের হেল্প কার্যক্রমকে গতিশীল ও প্রসারিত করার জন্য যারা স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের প্রতি রইল অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তাঁদের যারা এ কর্মসূচি চলমান রাখতে সাধ্যমত আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন। হেল্প এর সহযোগিতায় অধ্যয়নরত যে সকল ছাত্র-ছাত্রী এ পুস্তিকায় তাদের মতামত দিয়েছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ রইল।

নন্দ কিশোর চাকমা
সাধারণ সম্পাদক

বিপব চাকমা
সভাপতি

মোনঘরঃ মোনঘর অর্থ জুম ক্ষেতে নির্মিত অস্থায়ী ঘর। জুম চাষের সময় কৃষকেরা মোনঘরে আসেন তাদের ফসল দেখাশুনা করার জন্য। ফসল তোলা শেষ হলে তারা তাদের ধান ও অন্যান্য ফসল নিয়ে মূল গ্রামে ফিরে যান। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকা থেকে দুস্থ, অনাথ, অসতায় ও ছিন্নমূল শিশুরা শিক্ষা, জ্ঞান তথা জীবন দক্ষতা অর্জনের জন্য মোনঘরে আসবে। তাদের শিক্ষা জীবন শেষে তারা অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে চলে যাবে। এরকম স্বপ্ন নিয়ে সমাজ হিতৈষী শ্রীমৎ শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী মহাথেরোর অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশনায় তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্রদ্ধেয় ভদন্ত বিমল তিষ্য মহাথের, ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথের ও ভদন্ত শ্রদ্ধালংকার মহাথের মহোদয়ের ঐকান্তিক কর্মপ্রচেষ্টায় রাঙ্গাপানি গ্রামের মিলন বিহারকে কেন্দ্র করে মোনঘরের পদযাত্রা শুরু হয় ১৯৭৪ সালে। বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলা থেকে ১১টি আদিবাসি জাতিগোষ্ঠীর ৬৫৩ জন আবাসিক ছেলে-মেয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় ৪৭ শতাংশ মেয়ে।

দি মোনঘরীয়ান্সঃ দি মোনঘরীয়ান্স এর পূর্ব নাম ছিল মোনঘর ছাত্র কল্যাণ সংস্থা যা ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯৯ সালে নাম পরিবর্তন করে 'দি মোনঘরীয়ান্স' করা হয়। দি মোনঘরীয়ান্সের মূল উদ্দেশ্য হলো মোনঘরের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে মোনঘরের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা।

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ধারনা

পটভূমিঃ মোনঘর বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি) একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিগত চার দশকের অধিক সময় ধরে এই প্রতিষ্ঠানে তিন পার্বত্য জেলা থেকে দশ ভাষাভাষি এগারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমানে মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১৩৫০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে, তাদের মধ্যে অর্ধেকের মতো আবাসিক। লেখাপড়া এবং খেলাধুলার ক্ষেত্রে মোনঘরের বরাবরই সুনাম রয়েছে। মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পিএসসি, জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় বরাবরই ভাল ফলাফল করে আসছে। তিন পার্বত্য জেলার বিচারে এসব পরীক্ষাতে মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের হার প্রত্যেক বছরই ভাল থাকে।

মোনঘরে ১ম শ্রেণী থেকে এসএসসি পর্যন্ত পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এসএসসি'র পর তাদের ভবিষ্যত কী হবে- এটা বরাবরই বড় প্রশ্ন ছিলো। এই প্রশ্নের মীমাংসা হিসেবে ভালো ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হতো। এসব ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা তথা দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোনঘর কর্তৃপক্ষ আশি দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রম' (Moanoghar Higher Education Loan Program- HELP) শুরু করে, যা 'হেল্প' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে মোনঘরের আর্থিক সংকটের কারণে ২০০৬ সালে এই 'হেল্প' কর্মসূচী স্থগিত হয়ে যায়। তবে উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে

২০১১ সালে 'দি মোনঘরীয়ান্স' উক্ত 'হেল্প' পুনরুজ্জীবন করতে এগিয়ে আসে। বর্তমানে দি মোনঘরীয়ান্স এবং মোনঘরের উদ্যোগে পরিচালিত এই 'হেল্প' কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৬৯ (হিসাবটি জানুয়ারী('১৮) মাসের এবং গত বছর মোট ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৭৪ জন।) জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে।

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রম কি এবং কেন?

এক কথায়, মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হল মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা লাভের সুযোগ গৃষ্টি করে দেওয়া। এই কার্যক্রমের শুরুতে বৃত্তি হিসেবে দেওয়া হলেও পরবর্তীতে তা ঋণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বৃত্তি থেকে ঋণে রূপান্তর করার মূল উদ্দেশ্য ছিলো এই 'হেল্প'-এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমকে স্থায়ী রূপ দেওয়া। তবে এটি ঋণ হলেও গতানুগতিক ঋণের মত নয়। উপকারভোগী কোন ছাত্র-ছাত্রী তার পড়ালেখা শেষ করে যখন কর্ম জীবনে প্রবেশ করবে অথবা কোন না কোন পেশায় জড়িত থেকে আয় উপার্জন শুরু করবে তখন থেকে তার মাসিক উপার্জনের ভিত্তিতে বিভিন্ন কিস্তিতে ভাগ করে তার গৃহীত উচ্চ শিক্ষা ঋণ পরিশোধ করবে। সেই পরিশোধিত অর্থ দিয়ে পরবর্তীতে পুনরায় কোন সুবিধা বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। এভাবে ঋণ ঘুর্ণায়মান চক্রের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমকে স্থায়ীভাবে চালু রাখা।

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা বৃত্তি/ ঋণ সহায়তার মাধ্যমে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা লাভের সুযোগ গৃষ্টি করে দেওয়া;
২. সমাজ ও দেশের উন্নয়নে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে অবদান রাখা;
৩. যৌথতা ও পারস্পরিক সহযাগিতার মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে শিক্ষার সুযোগ গৃষ্টি করে দেওয়া।

উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে মোনঘর উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় আনুমানিক ১৯৮৫ সাল থেকে। প্রথমে এই কার্যক্রম দু'এক জন ছাত্রকে দিয়ে শুরু হলেও ১৯৯০-৯১ সাল থেকে এর পরিধি বেড়ে যায়। প্রথম পর্যায়ে কেবল মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে উচ্চশিক্ষা ঋণ দেওয়া হলেও তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে অনেক ছাত্র-ছাত্রী এই 'হেল্প' আওতায় শিক্ষা লাভের আবেদন জানায়। পরে মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অন্যান্য গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকেও উচ্চশিক্ষা ঋণের সুযোগ দেওয়া হয়। মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমকে তিনটি পর্যায়ে বর্ণনা করা যায়।

প্রথম পর্যায়ঃ এই পর্যায়ে মোনঘর নিজস্ব অর্থায়নে ও কিছু পরে বৈদেশিক অনুদান নিয়ে 'হেল্প'-এর কার্যক্রম হাতে নেয় এবং তা ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই পর্বে 'হেল্প'-এর আওতায় প্রায় দুইশত ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের সুযোগ পেয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ১৯৯৯ সালের শেষের দিকে মোনঘর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হলে উচ্চ শিক্ষা ঋণ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার মত উপক্রম হয়। এর ফলে তৎকালীন সময়ে মোনঘর শিশুসদনসহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শতশত ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কল্প রঞ্জন চাকমার নিকট সহযোগিতার জন্যে আবেদন জানানো হয়। মন্ত্রী মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে মোনঘরের জন্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প' নামে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। উক্ত প্রকল্পের সহায়তায় মোনঘর 'হেল্প' কর্মসূচী পুনরায় চালু করা হয়। এ প্রকল্পের সহায়তায় বিভিন্ন বর্ষে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রায় দুইশত আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ লাভ করে।

তৃতীয় পর্যায়ঃ উলেখিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পটি ২০০৬ সালে শেষ হয়ে যায়। প্রকল্প সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে মোনঘর চরম আর্থিক সংকটে নিপতিত হয়। এই অবস্থায় অন্যান্য জরুরী চাহিদা যেমন আবাসিক শিশুদের খাদ্য ও আবাসন ইত্যাদি মেটাতে গিয়ে 'হেল্প' কর্মসূচীতে অর্থ বরাদ্দ রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে তখন 'হেল্প' কর্মসূচী বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন 'হেল্প' কর্মসূচী বন্ধ থাকার পর কিছু প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীর ঐকান্তিক কর্ম উদ্যোগের ফলে 'দি মোনঘরীয়ান্স'-এর মাধ্যমে ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে মোনঘরের 'হেল্প' কর্মসূচী আবার চালু করা হয়। বর্তমানে মোনঘর ও 'দি মোনঘরীয়ান্স'-এর যৌথ উদ্যোগে তা চালু রয়েছে। মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন শুভাকাংখী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করে 'হেল্প'-এর আওতায় মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অধ্যয়ন করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

'হেল্প'-এর অর্জনঃ এ কর্মসূচীর অর্জনকে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ১৯৮৬-২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী এ কর্মসূচীর আওতায় সহযোগিতা গ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। হেল্প এর তৃতীয় পর্যায়ের অধীনে সম্প্রতি ১৯ জন শিক্ষার্থী তাদের লেখাপড়া সমাপ্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে তিনজন চাকরী করছেন এবং হেল্প-এ সহযোগিতা দিচ্ছেন। মোনঘরের সহযোগিতা নিয়ে শিক্ষাগ্রহণকারী বর্তমানে অনেকেই সুনাগরিক হিসেবে সমাজ উন্নয়নে বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক দেশে বিদেশে এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বলতে দ্বিধা নেই, 'হেল্প' কর্মসূচী পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের উন্নয়নে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

হেল্প কর্মসূচিতে মেমোরিয়্যাল বৃত্তিসমূহ

২০১২ সালের শেষের দিকে ইংল্যান্ড প্রবাসী ডাঃ ইন্দু বিকাশ চাকমা তাঁর মায়ের স্মৃতিতে নিরোদা বালা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি চালু করেন। পরবর্তীতে সমাজের কিছু

শিক্ষানুরাগি ও মোনঘরের হিতাকাঙ্খী ব্যক্তিবর্গ তাঁদের পিতা-মাতা বা নিজের স্মৃতিতে মেমোরিয়্যাল বৃত্তির জন্য এককালীন অর্থ প্রদান করেন। ইতোমধ্যে যে সমস্ত স্কলারশীপসমূহে এককালীন অর্থ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো।

মোনঘর নিরোদাবালা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

ডাঃ ইন্দু বিকাশ চাকমা এবং তাঁর পরিবার তাঁর পরলোকগত মাতা মিসেস নিরোদা বালা (যাকে লোক-জন কদম্ব মা নামে চিনতেন) চাকমার নামে এই বৃত্তি প্রবর্তন করেন। এই বৃত্তির জন্যে তিনি এককালীন কিছু টাকা মোনঘরকে প্রদান করেন যেগুলো একটি স্থায়ী আমানতে রাখা হয় এবং শর্ত থাকে যে শুধুমাত্র এর সুদবাবদ প্রাপ্ত টাকা উলেখিত বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মেধাবী আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য এ বৃত্তিটি চালু করা হয়। বৃত্তির শর্তানুসারে চিকিৎসা, প্রকৌশল এবং বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন রত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এ বৃত্তি প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বৃত্তি নাম এবং অর্থ প্রদানকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের কাছে শ্রীমতি নিরোদা বালা চাকমা একজন সন্মানিত এবং শ্রদ্ধাভাজন নারী হিসেবে সুপরিচিত। তিনি ১৯০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৮ সালে ৮৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। যুক্তিবাদি, কঠোর পরিশ্রমী এবং শিক্ষার প্রতি প্রচন্ড গুরুত্ব প্রদানের কারণে অপরিনত বয়সে বিধবা হয়েও তিনি তিন ছেলে এবং দুই মেয়েকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে ছোট ছেলে ডাঃ ইন্দু বিকাশ চাকমা ১৯৬৩ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্য গমণ করেন এবং সেখান থেকে এমআরসিএস এবং এলআরসিপি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি সেখানে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ২০১৫ সালে পরলোক করেন।

২০১২ সালে এ বৃত্তি চালু করা হয় এবং ইতোমধ্যে দুই জন ছাত্রী এ বৃত্তি পেয়ে তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। তাদের মধ্যে একজন এমবিবিএস এবং অন্যজন বিএসসি নাসিং কোর্সের। বর্তমানে একজন ছাত্রী পাবনা মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত।

মোনঘর কিরন চন্দ্র দেওয়ান এবং অনুরুপা দেওয়ান মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

চার ভাই মি. দেব প্রসাদ দেওয়ান, মি. বিভুতি প্রসাদ দেওয়ান, মি. প্রজ্ঞা বংশ দেওয়ান, মি. শ্যামল প্রসাদ দেওয়ান এবং মিসেস্ মিনতি দেওয়ান (দেব প্রসাদ দেওয়ানের সহধর্মিনী) তাঁদের প্রয়াত পিতা-মাতার নামে এ বৃত্তি প্রবর্তন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের মেধাবী আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁরা এ বৃত্তিটি চালু করেন। এ বৃত্তির জন্যে প্রদত্ত টাকা একটি স্থায়ী আমানতে রাখা হয় এবং শুধুমাত্র এর সুদবাবদ প্রাপ্ত টাকা উলেখিত বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করা হবে। শর্তানুসারে মোনঘর থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এ বৃত্তি প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বৃত্তি নাম এবং অর্থ প্রদানকারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ শ্রী কিরণ চন্দ্র দেওয়ান ১৯১৯ সালে ১ নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের দিঘীনালায় বেতছড়ি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪১ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চবিদ্যালয় থেকে মেট্রিক্যুলেশন (বর্তমানে এসএসসি) এবং ১৯৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চট্টগ্রামের স্যার আশুতোষ কলেজ থেকে এইসএসসি পাশ করেন। বৌদ্ধ ধর্মে তাঁর পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পালি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বোর্ড থেকে তিনি সুত্ত বিশারদ উপাধি লাভ করেন। তিনি ২০০০ সালে ৮১ বছর বয়সে দিঘীনালায় পরলোক গমন করেন।

শ্রীমতি অনুরুপা দেওয়ান ১৯২৭ সালে রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন পেদান্যেমাছড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তিনি ধার্মিক এবং সমাজ হিতৈষী ছিলেন। তিনি ২০১৭ সালের মে মাসে ৯১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

মি. এবং মিসেস দেওয়ানের আট সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছেলে বিভুতি প্রসাদ দেওয়ান বর্তমানে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। তৃতীয় ছেলে দেব প্রসাদ দেওয়ানও ২০১১ সালে জেলা রেজিস্টার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। অপর দুই ছেলে প্রজ্ঞা বংশ দেওয়ান এবং শ্যামল প্রসাদ দেওয়ান বর্তমানে যথাক্রমে শিক্ষকতা এবং সেটেলমেন্ট বিভাগে সরকারী চাকুরীরত।

২০১৬ সালে এ বৃত্তি চালু করা হয় এবং একজন ছাত্রী এ বৃত্তি পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ (একাউন্টিং) ২য় বর্ষে অধ্যয়ন করেছেন। তখন এ বৃত্তিন নাম ছিল মোনঘর কিরন চন্দ্র দেওয়ান মেমোরিয়্যাল বৃত্তি। ২০১৭ সালের শেষের দিকে নাম পরিবর্ত করে এর নাম করা হয় মোনঘর মোনঘর কিরন চন্দ্র দেওয়ান এবং অনুরুপা দেওয়ান মেমোরিয়্যাল বৃত্তি।

মোনঘর অরবিন্দ চাকমা এবং পারুল চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

মি. অরবিন্দ চাকমা এবং তাঁর সহধর্মিনী মিসেস পারুল চাকমা পার্বত্য অঞ্চলের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্যে এ বৃত্তি প্রবর্তন করেন। মোনঘরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রাথমিকভাবে তাঁদের প্রদত্ত এককালীন টাকা দিয়ে একটি স্থায়ী আমানত খোলা হয়। উক্ত আমানত থেকে শুধুমাত্র প্রাপ্ত সুদ বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করা হবে। বৃত্তির শর্তানুসারে প্রকৌশল শাখায় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এ বৃত্তি প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বৃত্তি নাম এবং অর্থ প্রদানকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ মি. অরবিন্দ চাকমা ১৯৩১ সালে রাঙ্গামাটি জেলার তৈমিদং মৌজার পুতিখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্যার আশুতোষ স্কুল এবং কলেজ থেকে ১৯৫১ এবং ১৯৫৩ সালে যথাক্রমে মেট্রিক্যুলেশন (এসএসসি) এবং এইসএসসি পাশ করেন। তিনি মহাপুরম উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন যেখানে একসময় তিনি লেখাপড়া করেছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর শিক্ষকতার পর তিনি তা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর কর্মজীবনে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ এবং শিখরের প্রতি বরাবরই টান ছিল।

মিসেস পারুল চাকমা ১৯৩৪ সালে বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে মেট্রিক্যুলেশন পাশ করে একই বছর ফুল বৃত্তি নিয়ে বিএসসি নার্সিং এ ভর্তি হন। সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল থেকে তিনিই প্রথম উক্ত ডিগ্রীপ্রাপ্ত নার্স। সরকারী চাকরীতে তিনি নার্স হিসেবে যোগদান করেন এবং পরে রাঙ্গামাটি নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সিনিয়র পদে আসীন হন। তাঁর পেশায় অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৭৭ সালে তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। বর্তমানে তাঁরা (অরবিন্দ এবং পারুল) দুই পুত্র এবং নাতি-নাতনী নিয়ে তবলছড়িস্থ কন্ট্রাক্টর পাড়ায় বসবাস করছেন।

তাদের প্রদত্ত বৃত্তি দিয়ে বর্তমানে দু'জন ছাত্র যাদের একজন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩য় বর্ষে এবং অপরজন ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ২য় বর্ষে অধ্যয়ন করছেন।

মোনঘর করুনা দেওয়ান মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

ড. মানিক লাল দেওয়ানের পরলোকগত মা করুনা দেওয়ান এর নামে ড. মানিক লাল দেওয়ান এবং তাঁর সহধর্মিনী দিপীকা দেওয়ান এ বৃত্তি প্রবর্তন করেন। এ বৃত্তির জন্যে প্রদত্ত টাকা একটি স্থায়ী আমানতে রাখা হয় এবং শুধুমাত্র এর সুদবাবদ প্রাপ্ত টাকা উলেখিত বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করা হবে। কিছু শর্তানুসারে এ বৃত্তি প্রদান করা হবে। শর্তগুলো নিম্নরুপ-

- শুধুমাত্র মোনঘর থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা এ বৃত্তি পাবেন
- কতগুলো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে এ বৃত্তি প্রদান করা হবে এবং সেগুলো হচ্ছে- ১. পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান ২. কৃষি ৩. এ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি ৪. কৃষি প্রকৌশল ৫. কৃষি অর্থনীতি এবং ৬. মৎস্য।

বৃত্তি নাম এবং অর্থ প্রদানকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ শ্রীমতি করুনা দেওয়ান আনুমানিক ১৯০৬ সালে রাঙ্গামাটি শহরের সীমান্তবর্তী গ্রাম মানিক ছড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাঙ্গামাটিস্থ ১০৯ নং বিশেষ মৌজার হেডম্যান শ্রীমান প্রিয় মোহন দেওয়াকে বিয়ে করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিরক্ষর হলেও সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয়ে তিনি ছিলেন খুবই সজাগ। তাঁদের ছিলেন তিন মেয়ে এবং এক ছেলে। তিনি ১৯৭৯ সালের ১৫ জানুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন। একমাত্র পুত্র ড. মানিক লাল দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্য থেকে প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি। দেশে এবং দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে সফল অধ্যাপনা শেষে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে ভেটেরিনারী অনুষদের ডীন হিসেবে অবসর গ্রহন করেন। তাঁর সহধর্মিনী মিসেস দিপীকা দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকজন মহিলা হেডম্যানদের মধ্যে একজন। ড. দেওয়ান এবং মিসেস দেওয়ান রাঙ্গামাটির তবলছড়িস্থ অফিসার্স কলোনীতে বসবাস করছেন।

করুণা দেওয়ান মেমোরিয়্যাল বৃত্তি দিয়ে বর্তমানে একজন ছাত্রী চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুড সাইন্স এন্ড টেকনোলজি বিষয়ে ২য় বর্ষে অধ্যয়ন করছেন।

মোনঘর চিত্ত রঞ্জন কার্বারী মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. সুধীন কুমার চাকমা তাঁর পরলোকগত পিতার নামে মোনঘর উচ্চশিক্ষা কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এ বৃত্তি প্রবর্তন করেন। এ বৃত্তির জন্যে প্রাথমিকভাবে প্রদত্ত টাকা একটি স্থায়ী আমানতে রাখা হয় এবং শুধুমাত্র এর সুদবাবদ প্রাপ্ত টাকা উলেখিত বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করা হবে। কিছু শর্তানুসারে এ বৃত্তি প্রদান করা হবে। শর্তগুলো নিম্নরুপ-

- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আদিবাসীদের মধ্য থেকে মেধাবী একজন ছাত্র প্রত্যেক বছর এ বৃত্তি পাবেন
- তিনটি বিষয়ে এ বৃত্তি প্রদান করা হবে এবং সেগুলো হচ্ছে- ১. শিক্ষা ২. চিকিৎসা এবং ৩. প্রকৌশল।

বৃত্তি নাম এবং অর্থ প্রদানকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ শ্রী চিত্ত রঞ্জন কার্বারী ১৯২৪ সালের ১২ সেপ্তেম্বর বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার চিত্ত রঞ্জন কার্বারী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক এবং সমাজ কর্মী। তিনি মহালছড়ি থানা (বর্তমানে উপজেলা) শাখার আওয়ামী লীগ এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বাংলাদেশের স্বধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ১৩ মে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

ড. সুধীন কুমার চাকমা চিত্ত রঞ্জন কার্বারীর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে এসএসসি, ঢাকা কলেজ থেকে এইসএসসি পাশ করেন ১৯৬৫ সালে এবং এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ (সন্মান), এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত থেকে ১৯৮৬ সালে 'Social Change of Chakma Society in the Chittagong Hill Tracts' বিষয়ের উপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

মোনঘর মনিকা চাকমা এবং রবীন্দ্র লাল চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

মনিকা চাকমা এবং রবীন্দ্র লাল চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তিটি মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী কবিতা চাকমা এবং তার সহসঙ্গী গেন হিল প্রবর্তন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্য থেকে অধ্যয়নকারী একজন মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীকে চিকিৎসা, আইন, শিক্ষা, কৃষি, প্রকৌশল বা গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে বাৎসরিকভাবে এ বৃত্তি প্রদান করা হবে। তবে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা, আইন বা শিক্ষা বিষয়ে অধ্যয়নকারী ছাত্র/ছাত্রীকে এ বৃত্তি দেওয়া হবে। এ বৃত্তির জন্যে প্রাথমিকভাবে প্রদত্ত টাকা একটি স্থায়ী আমানতে রাখা হয় এবং এর সুদবাবদ প্রাপ্ত টাকা উলেখিত বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করা হবে।

বৃত্তি নাম এবং অর্থ প্রদানকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ শ্রীমতি মনিকা চাকমা (মনি) ১৯৪০ সালের ১৬ নভেম্বর পুরাতন রাঙ্গামাটি শহরের খচ্চরঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহেন্দ্রলাল কার্বারী এবং মাতার নাম ফুল বালা চাকমা। মনি ১৯৫৫

সালে চট্টগ্রামের ড. খাস্তগীর সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (বর্তমাসে এসএসসি) পাশ করেন। তিনি ১৯৬১ সালে ময়মনসিংহ টিসার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে গ্রেজুয়েশন লাভ করেন। এরপর তিনি প্রথম প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে নিউ রাঙ্গামাটি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন যা ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে মনি শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার লাভ করেন। তিনি সুদীর্ঘ ৩৮ বছর রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবানের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর ২০০০ সালে অবসরে চলে যান।

শ্রীমান রবীন্দ্র লাল চাকমা (রবি) ১৯৪১সালের ১ জানুয়ারী জন্মগ্রহণ । তাঁর জন্মস্থান বন্দুকভাঙায় হাড়িখ্যং-এ যা ১৯৬০ সালে কাপ্তাই হ্রদের পানিতে তলিয়ে যায়। তাঁর পিতার নাম শশী কুমার কার্বারী এবং মাতার নাম মঙ্গল পুদি চাকমা। রবী ১৯৫৮ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চবিদ্যালয় থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় দীর্ঘ ৩২ বছর সরকারের পশু সম্পদ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৮ সালে উপ-সচিব হিসেবে তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

রবি এবং মনি ১৯৬২ সালে রাঙ্গামাটিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের জীবনের শেষ সময়গুলো রাঙ্গামাটির বনরুপায় অতিবাহিত করেন। পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে মোমোরিয়্যাল বৃত্তির টাকা প্রদানকারী কবিতা চাকমা সবচেয়ে বড়। রবীন্দ্র লাল চাকমা ২০০৮ সালের ২১ জানুয়ারী এবং মনিকা চাকমা ২০১৩ সালের ১৪ মার্চ পরলোক গমন করেন।

কবিতা এবং গেন ১৯৯৪ সালে রাঙ্গামাটিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তারা দুই ছেলে-মেয়েসহ অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে বাস করছেন।

মোনঘর মনিকা চাকমা এবং রবীন্দ্র লাল চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তিটি ২০১৭ সাল থেকে প্রদান করা হচ্ছে।

মোনঘর অমলেন্দু বিকাশ চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

মোনঘর অমলেন্দু বিকাশ চাকমা মেমোর্যিাল বৃত্তিটি মিঃ রকি চাকমা এবং তার পরিবার তার (রকি) পিতার নামে মোনঘর উচ্চশিক্ষা কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এ বৃত্তি প্রবর্তন করেন। এ বৃত্তির জন্যে প্রাথমিকভাবে প্রদত্ত টাকা একটি স্থায়ী আমানতে রাখা হয় এবং শুধুমাত্র এর সুদবাবদ প্রাপ্ত টাকা উলেখিত বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করা হবে। বৃত্তির শর্তানুসারে বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং প্রকৌশল শাখায় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এ বৃত্তি প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বৃত্তি নাম এবং অর্থ প্রদানকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের কাছে শ্রীমান অমলেন্দু বিকাশ চাকমা একটি পরিচিত নাম। তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের কাছে তিনি হারু বাবু (ডাক নাম) নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর জন্ম ১৯৩৫ সালের ২৮ এপ্রিল রাঙ্গামাটি ঝগড়াবিল গ্রামে। তাঁর পিতার নাম দিগম্বর চাকমা এবং মাতার নাম নিরোদা বালা চাকমা যিনি কদম্ব মা নামে পরিচিত। পাঁচ

ভাই-বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয় সন্তান। খুব ছোট বেলায় তাঁর বাবা মারা যান এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁর মা পাঁচ ভাই-বোনকে শিক্ষিত করে তোলেন। তিনি ১৯৫১ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ১৯৫৩ সালে স্যার আশুতোষ কলেজ, চট্টগ্রাম থেকে এইসএসসি পাশ করেন। তিনি ঢাকা আহসানউলা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ১৯৬১ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি পাশ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্য থেকে তিনিই প্রথম উক্ত ডিগ্রী অর্জন করেন। একই বছর তিনি পাওয়ার ডেভলপমেন্ট অথরিথিতে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। এরপর ১৯৬৩ সালে তিনি রোডস এন্ড হাইওয়েতে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯২ সালে একই বিভাগ থেকে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে মন্দিরা চাকমার সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের এক ছেলে এবং দুই মেয়ে।

বৃত্তির অর্থ প্রদানকারী রকি চাকমা তিন ছেলে-মেয়ের মধ্যে সবার বড়। পার্বত্য চট্টগ্রামে যুব সম্প্রদায়কে নেতৃ প্রদান প্রদানকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর স্ত্রী সিউলী চাপা চাকমাও নারী অধিকার কর্মী হিসেবে অত্রাঞ্চলে বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁদের একমাত্র ছেলে ইয়োসিক চাকমাসহ তাঁরা বর্তমানে কানাডায় বসবাস করছেন।

মোনঘর অমলেন্দু বিকাশ চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তিটি ২০১৮ সাল থেকে প্রদান করা হবে।

সুপ্রভাত মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

স্বর্গীয় সুপ্রভা দেওয়ান ও স্বর্গীয় প্রভাত রঞ্জন দেওয়ানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী হিসেবে তাঁদের কন্যা মিস্ নিরূপা দেওয়ান এবং পুত্র মি. রবীন দেওয়ান এই শিক্ষা বৃত্তি প্রবর্তন করা হয়। দানকৃত অর্থের স্থায়ী আমানতের বার্ষিক লভ্যাংশ থেকে প্রতি বছর মোনঘর আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৮ম/৯ম শ্রেণীর দরিদ্র ও মেধাবী ২ অথবা ৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এই বৃত্তি প্রদান করা হবে। বৃত্তি প্রাপ্তদের মধ্যে কমপক্ষে একজন ছাত্রী অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

সুপ্রভা দেওয়ানের পরিচিতিঃ শ্রীমতি সুপ্রভা দেওয়ানের জন্ম ১৯২২ সালের ১১ জানুয়ারী। সুপ্রভা দেওয়ান ম্যাট্রিক্যুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৪০ সালে। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় ২য় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তার আই, এ পাশ করা সম্ভব হয়নি। তিনি ১৯৪৪ সালে প্রভাত রঞ্জন দেওয়ানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি চার কন্যা এবং এক পুত্র সন্তানের জননী। তাঁর একমাত্র পুত্র রবীন দেওয়ান সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোনিয়ায় ১৯৯৫ সাল থেকে বসবাসরত এবং বর্তমানে আমেরিকান নাগরিকত্ব প্রাপ্ত।

খ্রীস্টান মিশনারীরা পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে এলে ১৯৫৫/১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন সেন্ট তেরেজা স্কুল (বর্তমানে সেন্ট ট্রিজারস কনভেন্ট নামকরন হয়েছে)। ৩-৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে তিনি ছিলেন সেন্ট ট্রিজারস কনভেন্টের প্রতিষ্ঠা কালীন শিক্ষিকা। খ্রীষ্টান মিশনারীর সিস্টাররা যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে সুপ্রভা দেওয়ান দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬২ সালে বদলী জনিত কারণে তিনি চট্টগ্রামে চলে যান। পরে মিশনারী স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়ে বেসরকারী কিন্ডারগার্ডেন স্কুল হিলসাইড স্কুলে (বর্তমানে পাহাড়িকা উচ্চ বিদ্যালয়) যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে তাঁর এক বান্ধবীর সাথে চট্টগ্রামের 'ফরেস্ট' হিল এর কাছে কাটা পাহাড় এলাকায় "কাকলী কিন্ডার গার্ডেন" নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগ পর্যন্ত তিনি প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাঙ্গামাটিতে ফিরে আসেন এবং অবসর জীবন শুরু করেন। তিনি ২০০৩ সালের ৯ই জুন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মিস্ নিরূপা দেওয়ানের বাসায় পরলোক গমন করেন।

প্রভাত রঞ্জনের পরিচিতিঃ শ্রীমান প্রভাত রঞ্জন দেওয়ান ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল বর্তমান নানিয়ারচর উপজেলার কমতলীর বড়মারুম দুয়ার (সরকারীভাবে বড় মহাপুরুম নামে পরিচিতি) এলাকার এক গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। চার ভাই, চার বোনের মধ্যে সবার বড় প্রভাত রঞ্জন দেওয়ান ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তিনি ১৯৩৮ইং সালে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে লেটার মার্ক প্রাপ্ত হয়ে ১ম বিভাগে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক্যুলেশন পাশ করেন। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে আই,এস,সি পাশ করে ১৯৪১ সালে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে বি,এস,সিতে ভর্তি হন। ১৯৪৩ সালে ২য় মহাযুদ্ধে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তাঁর ঠাকুর দাদা স্বার্গীয় যুবরাজ দেওয়ান বি,এস,সি ফাইনাল পরীক্ষার আগেই প্রভাত রঞ্জন দেওয়ানকে কলিকাতা থেকে ফেরত নিয়ে আসেন। কলিকাতা থেকে ফিরে আসার পরে খাদ্য বিভাগে ফুড ইন্সপেক্টর হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সালে উক্ত চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ঠিকাদারী পেশায় নিয়োজিত হন। উলেখ্য যে, তিনি স্বাধীনতার পরে রাঙ্গামাটিতে প্রতিষ্ঠিত রেড-ক্রস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তিনি ২০০৪ সালের ১১ মে মিস্ নিরূপা দেওয়ানের বাসায় পরলোক গমন করেন।

২০১৮ সাল থেকে শিক্ষা বর্ষের প্রারম্ভে বিগত বছরের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মোনঘর সুপ্রভাত মেমোরিয়্যাল বৃত্তি প্রদান করা হবে।

বিভিন্ন মেমোরিয়্যাল বৃত্তির অর্ন্তভুক্তাধীন অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বৃত্তির নাম
১	জয়শ্রী চাকমা	পাবনা মেডিক্যাল কলেজ	নিরোদা বালা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি
২	রুনি চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	কিরণ চন্দ্র দেওয়ান এবং অনুরূপা দেওয়ান মেমোরিয়্যাল বৃত্তি
৩	রুপিয়া চাকমা	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল	করুনা দেওয়ান মেমোরিয়্যাল বৃত্তি
৪	সৌহার্দ্য চাকমা	সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় চুয়েট	অরবিন্দু-পারুল চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি
৫	সচিব চাকমা	ফরিদপুর ইঞ্জি. কলেজ	অরবিন্দ-পারুল চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি
৬	রাজেশ্বর চাকমা	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্র. বিশ্ববি.	মনিকা -রবীন্দ্র লাল চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

ব্যক্তিগতভাবে মাসিক/বাৎসরিক /এককালীন/ আর্থিক সহযোগিতা
দিয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বৃত্তির নাম
১	তুহীন চাকমা	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়	সমাপ্তি চাকমা, ফ্রান্স
২	বাবুধন চাকমা	কুমিলা বিশ্ববিদ্যালয়	সমাপ্তি চাকমা, ফ্রান্স
৩	অনুপম চাকমা	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	ডাঃ টুটুল চাকমা, খাগড়াছড়ি
৪	পিলন চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	প্রমোদ রঞ্জন চাকমা, খাগড়াছড়ি
৫	হিতো চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, চট্টগ্রাম

কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর অভিব্যক্তি

আমার শিক্ষা জীবনে মোনঘর এবং হেল্প

কিছুদিন হলো আমার একাডেমিক শিক্ষা জীবন শেষ হয়েছে। আমার শিক্ষা জীবনের অধিকাংশ সময় জুড়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সবসময় আমার পাশে ছিল মোনঘর। সেই ২০০৩ সালে চতুর্থ শ্যেণীতে মোনঘরে এসে যদি ভর্তি না হতাম মনে হয় না আজ আমি এতটুকু আসতে পারতাম। কারণ আমাদের গ্রাম থেকে পড়ুয়াদের মধ্যে আমি দ্বিতীয় জন বড় হওয়া ছাত্র। আমি বিশ্বস করি আশেপাশের কাউকে বড় হতে না দেখলে কোনদিন বড় হওয়ার ইচ্ছা মনে জাগে না। এবং বড় হওয়ার প্রচন্ড ইচ্ছাই মানুষকে বড় করে তোলে। আমি গ্রাম ছেড়ে রাঙ্গামাটির শহরের মোনঘরে এসে পড়াশুনা না করলে হয়তো আমি বড়/উদার মনের মানুষ খুব কম দেখতে পেতাম, হয়তো দেখতে পেতামই না। মোনঘরে না আসলে হয়তোবা কোন দিন বড় হওয়ার ইচ্ছা মনের ভেতর জাগতো না। গ্রাম থেকে উঠে এসে জীবনে যে অনেক কিছু করা যায়, আমার অগ্রজ শ্রদ্ধেয় বড় ভাইদের সাফল্য না দেখলে হয়তো কোনদিন বুঝতে পারতাম না। মোনঘরে না আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করার এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার ভাই-বোনদের সাথে মেশার সুযোগ হতো না। এসব কারণে আমার জীবনে মোনঘরের যে অবদান তা বলে বুঝানোর ভাষা আমার জানা নেই।

আমি যখন স্কুল-কলেজ জীবন শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, তখন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন কৃষিজীবী পিতা-মাতার পক্ষে আমার মাসিক খরচ প্রতি মাসে তিন/চার হাজার টাকা চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমার ভাই তখন ঢাকায় খুব অল্প বেতনের একটা চাকুরী করতেন। এইভাবে বাবা-মা, বড় ভাই ও দিদির সাহায্যে আমি প্রথম দিকে খুব কষ্ট করে চলতেছিলাম। এই সময় "দি মোনঘরীয়ান্সের HELP (Higher Education Loan Program) আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। HELP থেকে প্রাপ্ত টাকা আমার বাবা- মায়ের উপর চাপ এবং আমার আর্থিক সংকট কমিয়ে দিয়েছিল। আমি অনেকটা নিশ্চিন্তে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পেরেছি। এজন্যে যারা আমাদের মত গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের শুভাকাঙ্খী, যারা নিজে খরচ না করে প্রতি মাসে আমাদের জন্য কিছু টাকা দিয়ে আমাদের পড়াশুনার পথকে সুগম করে দিচ্ছেন তাদের প্রতি রইল আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার বন্ধুবর দিলীকেও তিনি প্রত্যেক মাসে পুরো রাঙ্গামাটি শহর ঘুরে HELP এর

চাঁদা সংগ্রহ করেন। আর বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানায় আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই নন্দ কিশোর দাকে তিনি HELP এর জন্য কত যে অকান্ত পরিশ্রম করেন তা না দেখলে বুঝা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমি যতদিন মোনঘরে এসে থেকেছি ততদিন HELP নিয়ে তাঁর ব্যস্ততা দেখেছি।

মোনঘরের হিতাকাঙ্খী সবার প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ভবিষ্যতে যেন আমি ও আমরা সবাই যেন মোনঘরের এক এক জন শক্ত খুঁটি হতে পারি এবং মোনঘরের সুনাম সবদিকে ছড়িয়ে দিতে পারি এজন্য সকলেই দোয়া করবেন।

প্রকাশন চাকমা
বি এস সি (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার)

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম লেখাপড়া ছেড়ে দেব

মোনঘর হল আমার মত গরীব ও অসহায় ছাত্রছাত্রীদের ত্রানকর্তা। পার্বত্য চট্টগ্রামের যদি মোনঘর না থাকত তাহলে আমার মত গরীব ও অসহায় শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহন সম্ভব হত না। আমি প্রায়ই উচ্চশিক্ষা আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এই দুঃসময়ে মোনঘর আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, তার জন্য মোনঘর প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞ। আমি বলব মোনঘর পার্বত্য চট্টগ্রামের এক আলোকবর্তিকা ও সুনাগরিক গড়ার কারখানা।

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পায় তখন আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। শুধু চিন্তা করছিলাম কেমন করে লেখাপড়া চালিয়ে যায়। আবার এদিকে বাবাও বলছে লেখাপড়া না করে গ্রামে চলে আসতে কারণ তার সার্মথ্য ছিল না আমাকে লেখাপড়া খরচ দিতে। তাই আমি সমাজের অনেক বিত্তবান ও আত্নীয়-স্বজনদের দ্বারে দ্বারে গিয়েছিলাম যাতে কিছু একটা ম্যানেজ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিষয় কোন কিছু ম্যানেজ করতে পারলাম না। বিষয়টা আমাকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয়। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম লেখাপড়া ছেড়ে দেব। ঠিক সেই মুহূর্তে জানতে পারলাম মোনঘর গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। তাই মোনঘর নির্বাহী পরিচালক এর বরাবর দরখাস্ত আবেদন করলাম। অত্যন্ত সৌভাগ্য বিষয় যে, তারা আমাকে বাছাই করেছেন। আমার তখন মনে হল মোনঘর আমার ত্রানকর্তা। এই উপকারিতা কোন দিন ভুলার মত নয়। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে কোন সময়, যে কোন দিন মোনঘর সাথে আছি এবং থাকব।

পরিশেষে মোনঘর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ প্রকাশ করছি। মোনঘর দীর্ঘজীবি হোক।

পাইমং মারমা
৩য় বর্ষ, সমাজকল্যাণ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হেল্প এবং বৃহত্তর চেতনাবোধ

অল্প কথায় মোনঘর এর HELP কর্মসূচি সহযোগিতার এক বিশ্বস্ত উৎস। তবে এটা আমার জন্য সহযোগিতার চেয়েও বড় কিছু। সেটা হল উৎসাহ, নির্ভরতা ও স্বপ্নের মেলবন্ধন। উচ্চশিক্ষার পথে সহযোগী মোনঘরের এই HELP কর্মসূচী আমাকে সহযোগীতাপরায়ন হওয়ার নতুন শিক্ষা দিয়েছে। মাসিক ২০০০ টাকা প্রকৃতপক্ষে একজন ছাত্রের জর্ন যথেষ্ট না হলেও, এই মাসিক সহযোগীতার মধ্যে রয়েছে এক উদ্দীপ্ত প্রচেষ্টা যা একজন ছাত্রকে সমাজের প্রতি কর্তব্যকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি উৎসাহ দেয় নিজ জাতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতে কিছু করিয়ে দেখানোর।

মোনঘর ও মোনঘরিয়াঙ্গের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এই কামনা করি আর তার সহিত এই কর্মসূচীতে যারা জড়িত তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

অংশিচিং মারমা
৩য় বর্ষ, ব্যাংকিং ও বীমা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

হেল্প-ই আমার উচ্চশিক্ষার সহায়

মোনঘরে আমার ভর্তির সুযোগ হয় এক প্রাইমারি স্যারের কল্যাণে ২০১০ সালে নবম শ্রেনীতে ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। মোনঘর সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করি আমাদের গ্রাম থেকে পড়তে আসা এক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে। তখন থেকে আমার কৌতুহল হত মোনঘর সম্পর্কে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আমার ভালভাবে দেখা না হলেও মোনঘরে থেকে বুঝতে পেরেছি এখানকার এলাকার প্রতিটি জনগেষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা। কেননা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিচরণ ক্ষেত্র আমাদের এই মোনঘর। মোনঘর একটি চেতনা হলে এটি মানবতার অনন্য নিদর্শনও বটে।

যাহোক মোনঘর থেকে পাশ করে কলেজে ভর্তি হই। সেখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির সুযোগ হয়। আমার এখনো মনে পড়ে বাবা বলছিলেন সুযোগ লাভ করলেও এত খরচ আমাদের বহন করা সম্ভব হবে না। তাই হয়তো ওখানে পড়াশোনা নাও হতে পারে। আমি অনেকের সাথে পরামর্শ করে মোনঘরের হেল্প এর কথা জানতে পারি। তখন মোনঘর হেল্প আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি জানি এই সাহায্য যদি না হতো তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন আমার অধরায় থেকে যেত। আশা করি ভবিষ্যতে এই হেল্প-এ আমিও যুক্ত হয়ে আমাদের মত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে সহযোগিতা করতে পারব। আমি সমাজের বিত্তশালীদের অনুরোধ করব যাতে তারা এই হেল্পের মাধ্যমে আমাদের মত আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল আরো অনেক ছাত্রছাত্রীর পড়ার সুযোগ করে দেন।

উৎপল চাকমা
নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ৩য় বর্ষ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

স্বপ্ন ছোঁয়ার সাহস জুগিয়েছে মোনঘর

ছোটবেলা থেকে আমি স্বপ্ন দেখতাম বড় হয়ে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামক প্রতিষ্ঠানে পড়ার। তারই সুবাদে আমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দের বিষয় বিবিএ মার্কেটিং নিয়ে পড়ার সুযোগ পাই। চান্স পাওয়ার পরেও আমি অনেক দুশ্চিন্তায় ভুগতাম। মনে মনে ভাবতাম, আমি কি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারব? কারণ আমাদের পরিবার ছিল আর্থিকভাবে অচ্ছল। অতঃপর "মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচী" থেকে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আবেদন করলাম। মোনঘর কর্তৃপক্ষ আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। বর্তমানে মোনঘর থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে নির্বিঘ্নে পড়ালেখা চালিয়ে পারছি। মোনঘর শুধু আর্থিক সহযোগিতা করেনি, আমাকে লেখাপড়ার অনুপ্রেরণা ও সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহসও জুগিয়েছে। আশা রাখি, আমিও একদিন লেখপড়া শেষ করে সাধ্যমতো মোনঘরের মাধ্যমে গরীব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারব। ঐউখচ কার্যক্রমের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সুইপ্রু মারমা
মার্কেটিং বিভাগ, ২য় বর্ষ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

অনুপ্রেরণার মোনঘর

"মোনঘর" বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি গৌরব ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিসত্তার গরীব, দুঃখি, অসহায় এবং সুযোগ বঞ্চিত শিক্ষার্থীর অনুপ্রেরণা ও সাহসের প্রতিক। ঐউখচ এর মাধ্যমে মোনঘরের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। মোনঘরের সান্নিধ্যে এসে আমি আমার জীবনের ঘোর অন্ধকার কেটে সাফল্যের দিকনির্দেশনা খুজে পাই। HELP এর একজন শিক্ষার্থী হিসেবে মোনঘর থেকে অনেক কিছু পেয়েছি, শিখেছি এবং অর্জন করেছি। "আমা জাগা আমা ঘর আমা বেগ মোনঘর" এই গানের সুরে সুরে ছোটছোট ভাইবোনদের দেখতে এবং বড়জন ও শিক্ষানুরাগীদের আশা ভরসা, দিকনির্দেশনার কথা শুনতে ছুটে আসি এই প্রাণবন্ত মোনঘরে। বিশেষ করে প্রাক্তন বড়ভাই-বোনদের সাথে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়।

মোনঘর ও দি মোনঘরীয়ান্স এবং HELP এর সাথে সংশিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গদেরকে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

রিকুনা ত্রিপুরা
৪র্থ বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ
ইডেন মহিলা কলেজ।

মোনঘরের প্রতি কৃতজ্ঞতা

ঐউখচ প্রোগ্রামের আওতায় এসে 'মোনঘর' শব্দটির সাথে আমার প্রথম পরিচয় ২০১৪ সালে যখন এইচ এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এরপর পছন্দমত বিষয় পেয়ে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। কিন্তু আমার বাবার পক্ষে আমার পড়ালেখার খরচের সব জোগান দিতে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমি আমার এক মামা এবং দুলাভাই এর কাছে 'ঐউখচ' প্রোগ্রামের কথা জানতে পারি। এরপর নির্দিষ্ট সময়ে আমি উচ্চ শিক্ষা কর্মসূচিতে আর্থিক সহায্যের জন্য আবেদন করি। ঐউখচ প্রেগ্রাম আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দিলে আজকে হয়ত এই অবস্থানে আসতে পারতাম না। এই সহযোগিতার মাধ্যমে আজকে আমার পড়ালেখা নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারছি। ভবিষ্যতে আমিও যেন একইভাবে গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করতে পারি এই আশা ব্যক্ত করছি। মোনঘর কর্তৃপক্ষ এবং যারা আমাকে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
বিশ্বজুড়ে মোনঘর'র আলো ছাড়িয়ে পড়ুক।

উলাচিং চাক
৩য় বর্ষ, লোক প্রশাসন বিভাগ।

মোনঘরের অনুপ্রেরণায় আমার জীবনের পথ চলা

ছোট্ট একটি নাম "মোনঘর"। অনেক ছোট বেলায় এর নাম প্রথম শুনেছিলাম আমার একমাত্র শ্রদ্ধাভাজন নিরক্ষর বাবার মুখ থেকে। জীবনকে তখনো বুঝতে শিখিনি। কার কাছ থেকে জানি বাবা শুনেছিলেন যে, মোনঘরে গেলে নাকি সব ছেলে-মেয়েরাই মানুষ হয়ে ফিরে আসে। তাই দারিদ্র্যতাকে উপেক্ষা করে বাবার প্রচন্ড ইচ্ছা ছিল তাঁর মেয়েকে যেভাবেই হোক সেখানে ভর্তি করানোর। বাবার প্রচেষ্টায় ২০০৬ সালে সুযোগ হয়েছিলো মোনঘরে ক্লাস ফোর-এ ভার্তি হওয়ার। আর ঠিক তখন থেকেই শুর" হয়েছিলো আমার মোনঘরের শিক্ষা জীবনের পথ চলা। পড়াশুনায় ভাল করার জন্য ২ বছরের মাথায় আমার সুযোগ হয়েছিল বিনা খরচে পড়ার। এভাবে ২০১৩ সালে আমি কৃতিত্বের সাথে এখান থেকে এসএসসি পাশ করি। এপর আবারও মোনঘরের সহায়তা নিয়ে ঢাকার একটি স্বনামধন্য কলেজ ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পদচারণার ক্ষেত্রেও মোনঘরের ঐউখচ এর অবদান জড়িত।

সর্বমূলে আমি মোনঘরের কাছে চির ঋণী। মোনঘরের সবকিছুর সাথেই মিশে আছে আমার আত্মার সম্পর্ক। কেননা, মোনঘরে সুদীর্ঘ ৮ বছর শিক্ষাজীবনে যে শৃঙ্খলাবোধ, আদর্শবোধ, নীতিশিক্ষা পেয়েছি সেসকল আদর্শ বুকে ধারণা করেই আজকের আমার এই অবস্থান। আমার জীবনে অনন্য এক অনুপ্রেরণার নাম "মোনঘর"। তার অনুপ্রেরণা নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি, এগিয়ে যেতে চাই আরও বহুদূর।

পরিশেষে, মোনঘরের ঐঊখচ কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকলকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং মহৎ এই কার্যক্রমের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

শোভা রাণী চাকমা, ২য় বর্ষ
ঝঊঝগ উবঢ়ধৎঃসবহঃ (ঝপযড়ড়ষ ড়ভ উহারৎড়হসবহঃধষ ঝপরবহপব ধহফ গধহধমবসবহঃ)
ওহফবঢ়বহফবহঃ টহরাবৎংরঃু, ইধহমষধফবংয(ওটই)

জীবন গঠনে মোনঘর ও দি মোনঘরীয়ান্স

মোনঘর শব্দটি অর্থগত দিক থেকে সবার কাছে এক হলেও ভাবের দিক থেকে অনেকের কাছে অনেক ধরনের ভিন্নতা প্রাদান করে থাকে। আমার কাছে মোনঘর মানে "জুম্মঘর" যা চেতনা, সম্প্রীতি, ঐক্য, ভালোবাসা ও পার্বত্য জুম্ম জাতি গোষ্ঠীসমূহের অন্যতম একটি আশ্রয়স্থল ও মিলন কেন্দ্র। মোনঘরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা স্বনির্ভরশীলতায় পরিপূর্ন। কেননা এখানকার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীই জানে কিভাবে জীবনকে গড়তে হয়। মোনঘরের শিক্ষাটাকে বর্ণনা করতে গেলেই আমার রবার্ট ব্রাউনিং এর একটা উক্তি মনে পড়ে- "ভালোবাসা, আশা, দু:খ,স্বপ্ন ও বিশ্বাস দিয়ে গড়ে ওঠে মানুষের চরিত্র ও জীবন"। সত্যিই, ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠা মোনঘরের প্রতিটি শিক্ষার্থীই যেমন পায় বড়দের কাছ থেকে নিরন্ড়র ভালোবাসা তেমনি একবুক আশা, বিশ্বাস ও স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার স্বকীয়তাও পায়। আর মানবিকতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার টানে দি মোনঘরীয়ান্সের উদ্যোগে চলমান হেল্প কর্মসূচী যে ভূমিকা পালন করছে তা শুধুমাত্র মোনঘরীয়ান্সদের জন্য নয়, এটি সমগ্র পার্বত্যবাসীর জন্য যেমন বড় প্রাপ্তি তেমনি গর্ববোধের বিষয়ও। তাইতো মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি। আমি মোনঘর এবং দি মোনঘরীয়ান্সের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

তুহিন চাকমা
২য় বর্ষ, লোক প্রশাসন বিভাগ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

জুম পাহাড়ের আলোক বর্তিকা মোনঘর

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের প্রাণ প্রদীপের একটি নাম মোনঘর। এক কথায় বলা যায় জুম পাহাড়ের শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। বিগত প্রায় চার দশক সময় ধরে তিন পার্বত্য জেলা থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্বাসমূহের অনাথ, অসহায় এবং সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। সৌভাগ্য ক্রমে আমার মোনঘরে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হয়। পঞ্চম শ্রেণী থেকে এসএসসি পর্যন্ড় সাতটি বছর মোনঘরে কাটিয়েছি। মোনঘরে থাকতে আমি শিখেছি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে কিভাবে মিলেমিশে থাকতে হয়, কিভাবে দলবেধে একসাথে কাজ করতে হয় এবং পারস্পরিক সহমর্মিতায় কিভাবে অন্যকে সহযোগিতা করতে হয়। তাই মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে আমি গর্ববোধ করি। এইসএসসি পাশের পর কলেজ জীবন পেড়িয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন আমার বাবার পক্ষে আমার পড়ালেখার খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমি মোনঘর এর ঐঊখচ- এ আবেদন

করি এবং ঐউখচ আমার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম করে দেয়। আমি মোনঘর এবং দি মোনঘরীয়ান্সের কাছে আমি চির ঋণী। মোনঘর দীর্ঘজীবি হোক। মোনঘরের মানবিক ও জুম্ম চেতনাবোধের দীপ্তিমান মশালটি আলো ছড়াক অনন্তকাল এ দুর্গম পাহাড়ে যেখানে আমরা সবাই মিশে যাবো একই কাতারে।

বিদর্শন দেওয়ান
ইতিহাস বিভাগ
৪র্থ বর্ষ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

অথৈ সাগরের ভেলা স্বরূপ মোনঘর

প্রথমে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি যারা মোনঘর গৃষ্টির পেছনে অগ্রনী ভূমিকা রেখেছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় মোনঘর শিশু সদনের মত আদিবাসী বান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকলে আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে বসবাসরত সুযোগবঞ্চিত আদিবাসীদের শিক্ষা গ্রহণ কঠিনতর হয়ে উঠতো। পার্বত্য চট্টগ্রামে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বা কলেজ পড়ুয়া আদিবাসী শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের যাদের পরিবার কৃষি উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। দরিদ্র পরিবারের সংখ্যাও কম নয়। দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা পড়ালেখা করা যেন কল্পনার মত। কিন্তু তারাও লেখাপড়া করতে চায়, মানুষের মত মানুষ হয়ে স্ব-সন্মানে বাঁচতে চায়। বলতে দ্বিধা নেই, আমি ঐ দরিদ্র পরিবারের সন্তান। আমরা তিন ভাইয়ের মধ্যে আমি একজন। আমি যে পড়ালেখা শিখতে পারছি মাঝে মধ্যে তা কল্পনার মতো মনে হয়। আমার পড়াশোনার পেছনে মোনঘরের অবদান সবচেয়ে বেশি। আমি ২০০৮ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে মোনঘর শিশু সদনে ভর্তি হই। এসএসসি পাশের পর আমার লেখাপড়া হয়তো বন্ধ হয়ে যেত যদি মোনঘরে থেকে লেখাপড়ার সুযোগ না পেতাম। তাই মোনঘর আমার জীবনে অথৈ সারের ভেলা স্বরূপ। মোনঘরে থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন জনের সাথে পরিচয় হওয়ার সুযোগ হয়েছে যাদের মধ্যে দু-একজন বিদেশীও রয়েছেন। সবচেয়ে উলেখযোগ্য হচ্ছে মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী যারা মোনঘরীয়ান নামে পরিচিত তাদের সাথে পরিচয় হওয়া। মোনঘরীয়ান্সের মাধ্যমে হেল্প প্রোগ্রামে যারা আর্থিক, কায়িক বা মানসিকভাবে অকাতরে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাঁদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আশা করি আমার মত দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টিতে দি মোনঘরীয়ান্সের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

একজন মোনঘরীয়ান হতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। হেল্প থেকে আমরা যারা সাহায্য পাচ্ছি এবং যারা সাহায্য দিচ্ছেন এই দেয়া-নেয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন দৃঢ় হোক। বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র মোনঘরের অগ্রযাত্রা চলমান থাকুক।

লিটন চাকমা, ২য় বর্ষ
বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোনঘরের কাছে কৃতজ্ঞ

মোনঘর নামটা শুনলে মনে অনেক প্রশান্তি লাগে। জুম্ম জনগনের উৎপাদন সংস্কৃতির সাথে জড়িত মোনঘর এক পরম আত্মতৃপ্তির স্থান। আমি যখন কাশ সেভেন এ উত্তীর্ণ হই তখন এই মোনঘর শব্দটির সাথে পরিচয়। আমার মামা চেয়েছিলেন আমি যেন মোনঘরে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শিখি। আমি তখন ভাবতাম মোনঘর কেমন হবে? মোনঘরের খাবার-দাবার, পরিবেশ এসব অনেক কিছুর প্রতি কৌতুহল ছিল। কিন্তু বাড়ি থেকে অনেক দূরে হওয়ায় আমার বাবা মোনঘরে ভর্তি করাতে রাজি হননি। আমার কাছে অনেক কিছুই অজানা থাকতো যদি উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচী বা হেল্প এর মাধ্যমে মোনঘরের সংস্পর্শে না আসতাম। আমার মতে মোনঘরের পরিবেশটা এককথায় অসাধারণ। মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলাবোধ এবং লেখাপড়ার পরিবেশ দেখে আমি মুগ্ধ। মোনঘর হেল্প কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র মেধাবি শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার জন্যে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি এ উদ্যোগের সুফলভোগী হিসেবে মোনঘরের কাছে চির কৃতজ্ঞ। পাহাড়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে মোনঘর এগিয়ে চলছে এবং তার এ এগিয়ে চলা আজীবন অটুট থাকুক।

অমিয় দেওয়ান
পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান
৩য় বর্ষ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মোনঘরের আলোতে আমি আলোকিত

২০১৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হওয়ার পর আমার পড়াশুনার খরচ দেওয়ার মত কেউ না থাকায় আমার হতাশার সীমা ছিলনা। আমার টিউশনের যা টাকা পাই তা দিয়ে চলতে আমার খুব কষ্ট হত। ৪/৫ মাস যাওয়ার পর আমার কয়েকজন বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারলাম মোনঘরের ঐউখচ বিষয়ে। ২০১৫ সালে জুন মাসে কোচিং পড়াতে আমার কয়েকজন বন্ধুর সাথে মোনঘরে আসলাম। সেখানে মোনঘরের সাথে আমার পরিচয়। মোনঘরের ঐউখচ প্রোগ্রাম থেকে যে আর্থিক সহযোগিতা পায় তা দিয়ে আমার আর্থিক কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে।

মোনঘর তার আলো দিয়ে পাহাড়ের অনেক নক্ষত্র তৈরি করেছে এবং করছে। আমিও সেই আলো দিয়ে নিজেকে গড়ার চেষ্টা করছি। তার পরশে এসে আমি আমার সমাজ, জাতি ও দেশের জন্য কিছু করার মানসিকতা গড়ে তুলেছি। তাই আমি মোনঘরের প্রতি কৃতজ্ঞ।

চিংসাথুই খেয়াং
সমাজতত্ব বিভাগ
৪র্থ বর্ষ, চ.বি

আমার চলার পথে হেল্প এবং মোনঘর

আমার বেড়ে ওঠা শহরে হলেও আর দশটা শহুরে ছেলেমেয়েদের মতো হৈ হুলোর করে সময় গুলো পার করা হয়নি। খুবই সীমিত চাহিদা আর নিত্তনৈমত্তিক অভাবকে খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে একটু বড় হওয়ার পর থেকে। সরকারী স্কুলে মাসিক বত্রিশ টাকার বেতন দিতে গিয়েও হোঁচট খেতে দেখেছি আমার মাকে। বোঝার বয়স হওয়ার পর থেকে তাই নিজের পড়ালেখার খরচ নিজে যোগাড় করে চলাটাকে অবলম্বর করতে শিখেছিলাম। অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী পড়ানোর তাগিদটা তাই অভাবের তাড়না থেকেই শুরু করতে হয়েছিলো। এভাবে স্কুল আর কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়িয়েছি। রাজধানীর মতো ব্যয়বহুল শহরে আমার মতো নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ের পক্ষে নিজের আর ছোট বোনের পড়ালেখাটা চালানো তাই সত্যিকার অর্থেই কঠিন ছিলো। আর এই দুঃসময়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মোনঘরের হেল্প। আমার লেখাপড়া প্রায় সমাপ্তির পথে। আমার বিপদের সময়গুলোতে মন আর বাঁধা হয়ে আঘাত করতে পারেনি অবিচল গন্তব্য পথে। মোনঘরের সেই বিশাল ব্যক্তিত্বদের প্রতি তাই আমার কৃতজ্ঞতা সবসময় অটুট থাকবে। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার প্রকাশটা উহ্য থাকলেও মনের অন্তঃস্থলে শ্রদ্ধা নিবেদন ধ্রব থাকবে বাকিটা সংগ্রামের পথ জুড়ে।

ডচিংনু মারমা
শেষ বর্ষ
আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাবি।

HELP and my study

Though my father was an illiterate, he had a little bit knowledge regarding our country's history and the history of Chittagong Hill Tracts. He used to tell me about an oppressive history of Chittagong Hill Tracts since I was a child. And I first heard from him about the name of Moanoghar and its educational revolution.

Since the inception, Moanoghar has created a niche for itself in the field of education in CHT. It has secured a place of foundation amongst our backward indigenous children. Moanoghar produces a well teaching steeped in high ethical values and imbibed in the spirit of self-less devotion and service to our nation.

I got the chance to study in the University of Dhaka by the means of hardship and difficulties. I had faced many problems since I was admitted to the University. After all, financial problem was supposed to be zenith anxiety to me. I was wandering for the way how to continue my education. Through a discussion I heard about the HELP program under Moanoghar from one of my seniors. I applied through the process and my application was accepted easily

though I did not have the opportunity to study in Moanoghar. Since then I did not have to worry about the problem I had faced.

I am highly delighted to be part of HELP and grateful to the Moanoghar. I would say eventually Moanoghar gives me not only an education loan but also inspiration and enthusiasm to continue my education successfully. Thereby I am bound with its regulation provision and committed to contribute to the HELP in return.

I hope that Moanoghar will play a vital role in establishing social development through its long ride. I wish a long and successful journey of Moanoghar along with its HELP program.

Mra Gya Prue Marma
3rd year,
Department of Social Welfare,
University of Dhaka

আর্থিক সহযোগিতা প্রদানকারীর চিত্র ২০১৭

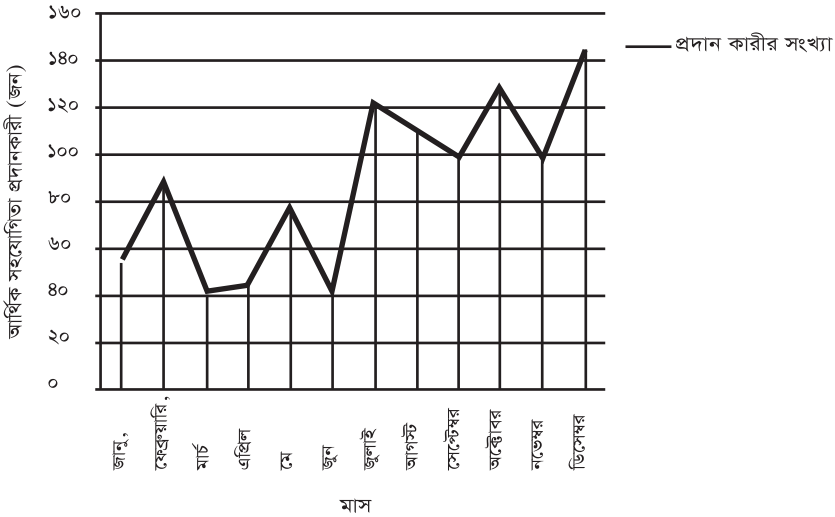

আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির চিত্র ২০১৭

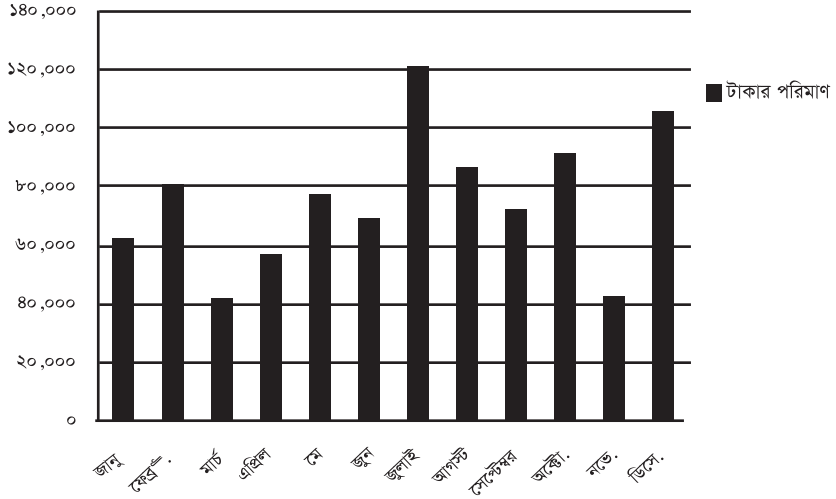

হেল্প-এ অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর হার ২০১৭

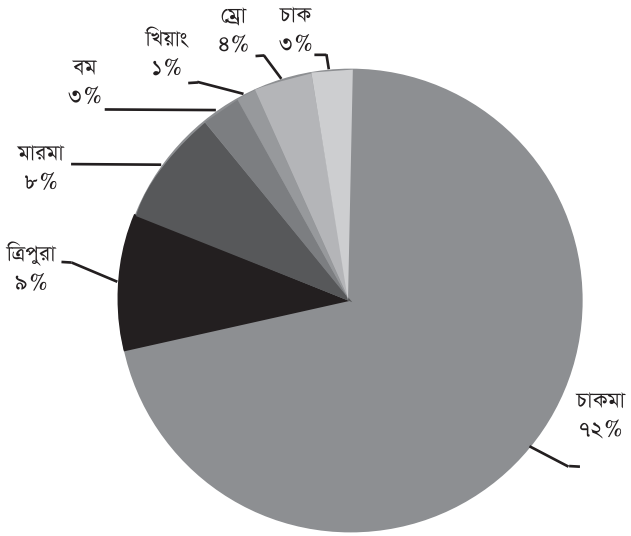

আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির চিত্র ২০১১-২০১৭

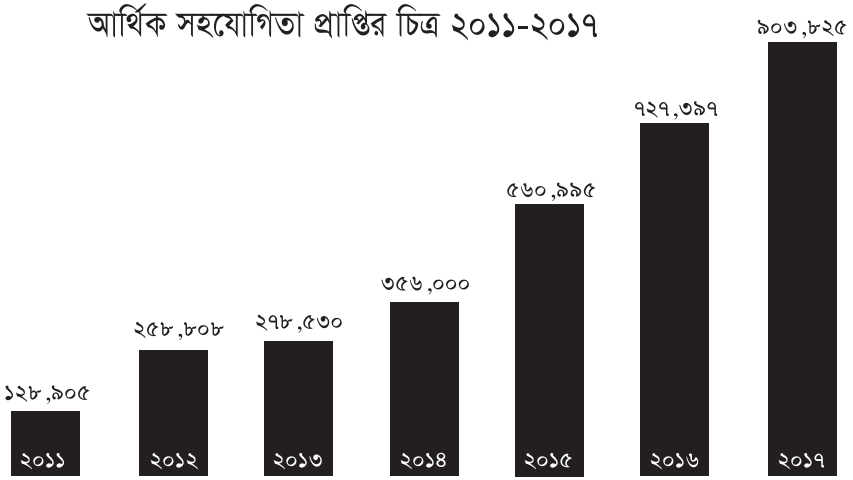

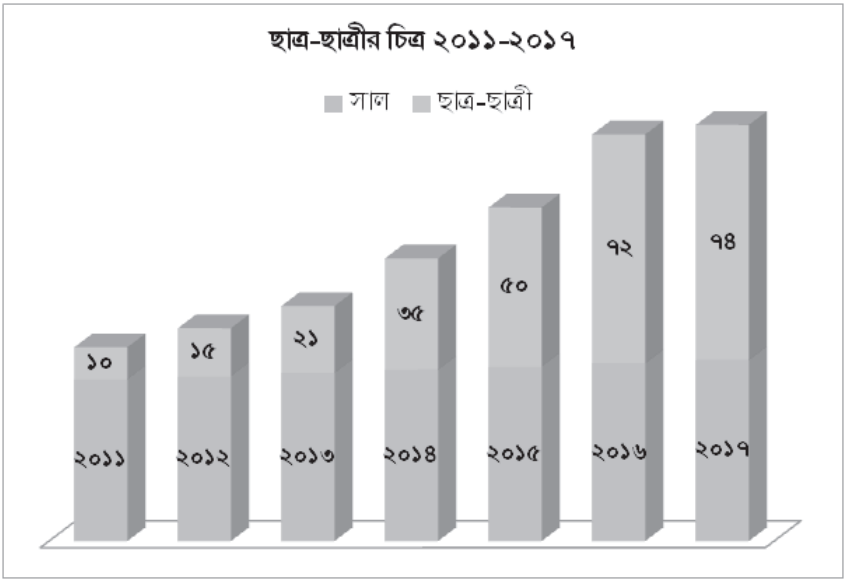

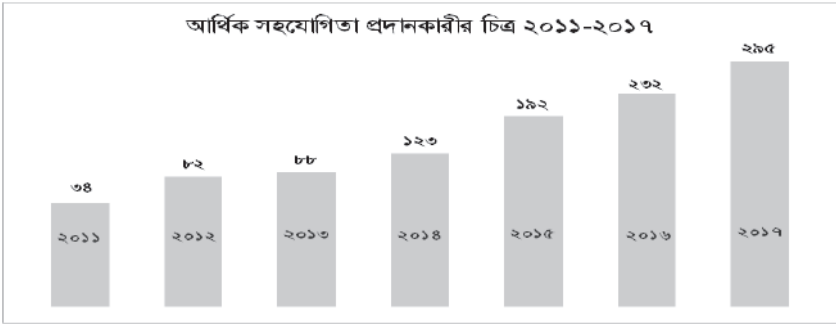

মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপ

পটভূমিঃ মোনঘরে বর্তমানে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৫টি উপজেলা থেকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নয় করছে। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সারা বছরে ৬৫০-৮০০ এর মধ্যে থাকে। এখানকার প্রায় সব ছেলে-মেয়েরা পার্বত্য অঞ্চলের খুবই দুর্গম এলাকা থেকে এসে ভর্তি হয় যেখানে কোন স্কুল বা লেখাপড়া করার সুযোগ নেই। আর্থিকভাবেও তারা খুবই গরীব। তাদের মধ্য থেকে আবার অনেক এতিম ছেলেমেয়ে রয়েছে যাদের বাবা বা মা অথবা উভয়-ই নেই। মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণী থেকে এসএসসি পর্যন্ত পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে। এসএসসি পাশের পর বর্তমানে সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মোনঘরে থেকে এইসএসসি বা কলেজ পর্যন্ত পড়ালেখা করার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু এসএসসি বা এইসএসসি পাশের পর কি হবে (?) এই প্রশ্ন থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ২০১১সালে 'দি মোনঘরীয়ান্স' মোনঘর উচ্চশিক্ষা কর্মসূচীটি পুনরুজ্জীবন করতে এগিয়ে আসে। মোনঘর এবং দি মোনঘরীয়ান্সের আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও বাস্তবতার নীরিখে এ কর্মসূচীটিকে আর স্থগিত রাখা বা প্রতি বছর নতুন ছাত্র-ছাত্রী অর্ন্তভুক্তকরণ স্থগিত করা যাচ্ছে না। মোনঘর তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে এ কর্মসূচী চলমান রাখা অত্যন্ত জরুরী। কোন কারণে এ কর্মসূচী স্থগিত/বন্ধ হয়ে গেলে ঐ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহ-উদ্দীপনার উপর নিঃসন্দেহে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাই স্বাভাবিকভাবে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাটা প্রতি বছর বেড়ে চলছে।

একথা সর্বজনবিধিত যে, সমাজ ও দেশের উন্নয়নের জন্য উচ্চ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ মানব সম্পদ অপরিহার্য। তাই সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের স্বার্থে এ 'হেল্প' কর্মসূচী চলমান রাখা প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন সকলের সন্মলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা। গত ১৬-১৭ জানুয়ারী ২০১৫ সাল, মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে করণীয় কাজগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার ছিল মোনঘর উচ্চ শিক্ষা কর্মসূচী বা 'হেল্প'। তাই মোনঘর কর্তৃপক্ষ উচ্চশিক্ষার এ কার্যক্রমকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। এই বিষয়ে সবার সহায়তা ও পরামর্শ চাওয়া

এবং সর্বোপরি মোনঘরের সাম্প্রতিক সময়ের কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত করার জন্যে ২০১৫ সালের মার্চ মাসে রাংঙ্গামাটিস্থ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে সাবারাং রেস্টুরেন্টে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বলা হয় যে মোনঘর সুদীর্ঘ সময় ধরে বিশাল একটি সামাজিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে হলেও এসএসসি পাশ পর্যন্ত শত শত ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাই সমাজের স্বার্থেই প্রতিষ্ঠানটি টিকিয়ে রাখাটা জরুরী। উক্ত সভায় উচ্চশিক্ষা কর্মসূচী চালিয়ে নেওয়ার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয় এবং এ ব্যাপারে উক্ত মিটিং-এ উপস্থিত সুধীবৃন্দ বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন। এই প্রেক্ষিতে উক্ত মিটিংএ প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে 'মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপ' গঠন করা হয়। মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপের কাজ হলো বিভিন্ন পেশাজীবি ও নাগরিক সমাজকে মোনঘর বিষয়ে অবগত করা এবং তাদেরকে মোনঘরের উচ্চশিক্ষা কর্মসূচিতে সহযোগিতার আহ্বান জানানো। সর্বোপরি বৃহত্তর সমাজের সাথে মোনঘরের মধ্যে একটা সেতু বন্ধন তৈরী করা। রাঙ্গামাটিতে মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপ গঠনের কিছু সময় পর খাগড়াছড়িতেও সেখানকার নাগরিক সমাজের উপস্থিতিতে উক্ত সাপোর্ট গ্রুপ গঠন করা হয়। এভাবে মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপের কার্যক্রম শুরু হয়।

মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপ
খাগড়াছড়ি
তারিখ- ২৫ মার্চ ২০১৬ (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১	প্রফেসর বোধিসত্ত্ব দেওয়ান	আহ্বায়ক
২	মিজ. শতরূপা চাকমা	যুগ্ম আহ্বায়ক
৩	ডাঃ জওহর লাল চাকমা	যুগ্ম আহ্বায়ক
৪	মি. জিতেন চাকমা	সদস্য সচিব
৫	মিজ. বেলী চাকমা	সদস্য
৬	মি. মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা	সদস্য
৭	মি. প্রিয় কুমার চাকমা	সদস্য
৮	মি. সুমেধ চাকমা	সদস্য
৯	মি. চন্দ্রোদয় চাকমা	সদস্য
১০	মি. চম্পানন চাকমা	সদস্য
১১	মি. অনন্ত ত্রিপুরা	সদস্য
১২	মি. উচিং মং চৌধুরী	সদস্য
১৩	মি. সুযশ চাকমা	সদস্য

উপদেষ্টা মন্ডলীঃ
১. ড. সুধীন কুমার চাকমা
২. মি. মধু মঙ্গল চাকমা
৩. মি. অর্ধেন্দু শেকর চাকমা

মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপ
রাঙ্গামাটি
তারিখঃ ৬ মে, ২০১৬ (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১	ডাঃ পরশ খীসা	আহ্বায়ক
২	মি. প্রতুল চন্দ্র দেওয়ান	সদস্য সচিব
৩	মি. বিপব চাকমা	সদস্য
৪	মি. সমর বিজয় চাকমা	সদস্য
৫	মি. সুপ্রিয় ত্রিপুরা	সদস্য
৬	মি. শান্তনু চাকমা	সদস্য
৭	মি. অশোক কুমার চাকমা	সদস্য
৮	মিজ. নাই উ প্রু মারমা	সদস্য
৯	মি. অম্লান চাকমা	সদস্য
১০	মি. দীপোজ্জ্বল খীসা	সদস্য
১১	মি. উচি মং চৌধুরী	সদস্য
১২	মিজ. সুচরিতা চাকমা	সদস্য
১৩	মি. চঞ্চু চাকমা	সদস্য
১৪	মিজ. লিনা লুসাই	সদস্য
১৫	মিজ. মুক্তাশ্রী চাকমা	সদস্য

উপদেষ্টা মন্ডলীঃ
১. প্রফেসর মংসানু চৌধুরী ২. প্রফেসর বাঞ্চিতা চাকমা
৩. মি. তুষার কান্তি চাকমা ৪. মি. অরনেন্দু ত্রিপুরা

জানুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত যারা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদের তালিকা

১ আরুন কান্তি চাকমা- ১ (উপজেলা প. চে.)
২ অর্ধেন্দু শেখর চাকমা
৩ অশোক কুমার চাকমা
৪ ডাঃ অমল চাকমা
৫ অর্চনা তালুকদার
৬ অরুপন বিকাশ বড়ুয়া
৭ অনুরা চাকমা
৮ অরুন জ্যোতি চাকমা
৯ অজিত ময় চাকমা
১০ অনুস্মৃতি চাকমা
১১ অমর জীব চাকমা
১২ অশোক কুমার খীসা
১৩ অনুময় চাকমা
১৪ অঞ্জলী ত্রিপুরা
১৫ অজিত ময় তংচঙ্গ্যা
১৬ অনুমদর্শী চাকমা
১৭ অনুমদর্শী দেওয়ান
১৮ অরুন কান্তি চাকমা ২
১৯ অরুন দর্শী চাকমা
২০ অরুন জ্যোতি চাকমা
২১ অবিরত চাকমা
২২ অরুণাংশু তঞ্চঙ্গ্যা
২৩ অনিল বরন চাকমা
২৪ অনন্ত চাকমা
২৫ অর্পনা চাকমা
২৬ অরুন কান্তি চাকমা ৩
২৭ অনুপম চাকমা
২৮ অলকা চাকমা
২৯ অমল কুমার তালুকদার
৩০ আনন্দ তিষ্য চাকমা
৩১ আলো চাকমা
৩২ আশা পূর্ণ চাকমা
৩৩ আপ্রু মারমা
৩৪ ডাঃ আশিষ কুমার তংচঙ্গ্যা
৩৫ আয়ন প্রভাত চাকমা
৩৬ আনন্দ জ্যোতি চাকমা
৩৭ আয়ন চাকমা
৩৮ আনন্দ মিত্র চাকমা
৩৯ উজ্জল কান্তি চাকমা
৪০ উজ্জীবন চাকমা
৪১ উজ্জল কান্তি দেওয়ান
৪২ ডা: উদয় শংকর দেওয়ান
৪৩ উত্তরা চাকমা
৪৪ উচি মং চৌধুরী
৪৫ ঊষা বরন চাকমা
৪৬ এ্যা: ঊষা ময় খীসা
৪৭ ডা: কনিষ্ক চাকমা
৪৮ কানন দেবী চাকমা
৪৯ কাঞ্চন চাকমা
৫০ কালি ধর চাকমা
৫১ ক্যামং উ মারমা
৫২ ক্য শৈ প্রু মারমা
৫৩ কিরন ময় চাকমা
৫৪ কীর্তি লংকার চাক
৫৫ কিরণ চাকমা
৫৬ কিং রুং ম্রো
৫৭ কুসুম চাকমা
৫৮ কুনাল চাকমা
৫৯ কৃতি চাকমা
৬০ খগেশ্বর ত্রিপুরা
৬১ খোকন বিকাশ বড়ুয়া
৬২ ডা: গঙ্গা মানিক চাকমা
৬৩ গঙ্গা বিজয় চাকমা
৬৪ গোপাদেবী চাকমা
৬৫ মো: গোলাম মোস্তফা কামাল
৬৬ গৈরিকা চাকমা
৬৭ এ্যাড: চঞ্চু চাকমা
৬৮ চন্দ্রোদয় চাকমা
৬৯ চিন্ময়ী চাকমা
৭০ চৈতালী চাকমা
৭১ জটিল বিহারী চাকমা
৭২ ডা: জওহর লাল চাকমা
৭৩ জয়তি চাকমা
৭৪ জানু বিকাশ চাকমা
৭৫ জিতেন চাকমা
৭৬ জিনি চাকমা
৭৭ জীবন বিকাশ চাকমা
৭৮ জ্যাকসন চাকমা
৭৯ জেভিয়াস চাকমা
৮০ জুলিয়েন চাকমা
৮১ জুন্নবি দেওয়ান
৮২ জ্ঞান দীপ্ত চাকমা
৮৩ ঘন সেন ত্রিপুরা

৮৪ জ্ঞান প্রিয় চাকমা
৮৫ জ্ঞান চাকমা
৮৬ জ্ঞান প্রদীপ চাকমা
৮৭ জ্ঞান মিত্র চাকমা
৮৮ জ্ঞান লংকার ভিক্ষু
৮৯ জ্ঞান জ্যোতি চাকমা
৯০ ঝিমিত ঝিমিত চাকমা
৯১ ঝুমা দেওয়ান
৯২ টিটু দেওয়ান (শোভন)
৯৩ টিটো চাকমা
৯৪ ডা: টুটুল চাকমা
৯৫ দয়াল মোহন চাকমা
৯৬ দুর্গেশ্বর চাকমা
৯৭ দীঘিনালা গেষ্ট হাউচ (শতরূপা চাকমা)
৯৮ দ্বীপ উজ্জল চাকমা
৯৯ দীপক চাকমা
১০০ দীপায়ন চাকমা
১০১ দীপন চাকমা
১০২ দীপ্তি মার্চেন্ড
১০৩ ধীমান খীসা
১০৪ দেবাশীষ খীসা
১০৫ দেবেশ চাকমা
১০৬ ধন মনি চাকমা
১০৭ তরিৎ কান্তি চাকমা
১০৮ তরুন কান্তি চাকমা
১০৯ তপন কুমার চাকমা
১১০ তর্পন দেওয়ান
১১১ তাতু চাকমা
১১২ তুলশী মোহন ত্রিপুরা
১১৩ তুষার কান্তি চাকমা
১১৪ তীর্থাংকর চাকমা
১১৫ ত্রিরতন চাকমা
১১৬ এ্যাড: তোষন চাকমা
১১৭ নব কমল চাকমা
১১৮ নব জ্যোতি খীসা
১১৯ ননি গোপাল ত্রিপুরা
১২০ নবারুন চাকমা
১২১ নন্দ কিশোর চাকমা
১২২ নমিতা চাকমা
১২৩ ড. নিকিল চাকমা
১২৪ নাদিয়া রায়
১২৫ নান্টু চাকমা
১২৬ নিশা চাকমা
১২৭ নিপুন চাকমা
১২৮ নিবারণ চাকমা
১২৯ নিগিরাধন চাকমা
১৩০ নিরুপন চাকমা
১৩১ নিহার কান্তি চাকমা
১৩২ নিরামনি চাকমা
১৩৩ নিখিলেস চাকমা
১৩৪ নিখিল মিত্র চাকমা
১৩৫ নিঠু চাকমা
১৩৬ নেপোলিয়ন দেওয়ান
১৩৭ ড. পরশ খীসা
১৩৮ পলাশ খীসা
১৩৯ পদ্মরঞ্জন চাকমা
১৪০ পবিত্রময় চাকমা
১৪১ পরনতব চাকমা
১৪২ পদ্মা দেবী চাকমা
১৪৩ পাইংখ্য ম্রো
১৪৪ পুলক রায়
১৪৫ পুলক চাকমা
১৪৬ পুষ্প ধন চাকমা
১৪৭ পূণ্যলাক্ষ্যা চাকমা
১৪৮ প্রিয়তর চাকমা
১৪৯ প্রিয় কুমার চাকমা
১৫০ পূর্ণি চাকমা
১৫১ পূর্ণী দেওয়ান
১৫২ পূর্বা খীসা
১৫৩ ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা
১৫৪ প্রমোধ রঞ্জন চাকমা
১৫৫ প্রফুল চাকমা
১৫৬ প্রতিভা চাকমা
১৫৭ প্রতিপদ দেওয়ান
১৫৮ প্রবৃদ্ধি কুমার চাকমা
১৫৯ প্রনয় চাকমা
১৬০ প্রান্তর খীসা
১৬১ প্রমোধ শেখর চাকমা
১৬২ প্রনব চাকমা
১৬৩ প্রবর্তন চাকমা
১৬৪ প্রণয়ন খীসা
১৬৫ জেসমিন দেওয়ান
১৬৬ বনশ্রী দেওয়ান
১৬৭ প্রফে: বাঞ্চিতা চাকমা

১৬৮ বাতায়ন চাকমা
১৬৯ বাদল বিকাশ চাকমা
১৭০ বিনতা ময় ধামাই
১৭১ বিদর্ব রঞ্জন চাকমা
১৭২ বিপব চাকমা ১
১৭৩ ডা: বিনোদ শেখর চাকমা
১৭৪ বিপব চাকমা ২
১৭৫ বিপব চাকমা ৩
১৭৬ বিনয় চাকমা
১৭৭ বিহিতা বিধান খীসা
১৭৮ বিজয় কুমার চাকমা
১৭৯ বেলী চাকমা
১৮০ ডা: বিপাশ খীসা
১৮১ বিশ্বমনি চাকমা
১৮২ বিনোদন ত্রিপুরা
১৮৩ বিনোদ বিহারী চাকমা
১৮৪ বিউটি বড়ুয়া
১৮৫ বিপম চাকমা ও শার্লিন চাকমা
১৮৬ বিমলনী চাকমা
১৮৭ বিমল বিকাশ চাকমা
১৮৮ বিমলেশ্বর চাকমা
১৮৯ বীর কুমার চাকমা
১৯০ বুদ্ধদত্ত ভিক্ষু
১৯১ প্রফে.বোধিসত্ত দেওয়ান
১৯২ ভাগ্যমনি চাকমা
১৯৩ মনতোষ চাকমা
১৯৪ মঙ্গল কুমার চাকমা
১৯৫ মনিষা তালুকদার
১৯৬ মহা রঞ্জন চাকমা
১৯৭ মঞ্জু রানী চাকমা
১৯৮ মান্তবী চাকমা
১৯৯ মানিক চাকমা
২০০ মানষ মুকুল চাকমা
২০১ মানবী চাকমা
২০২ মিহির কান্তি চাকমা
২০৩ মিশু চাকমা
২০৪ মুন্না চাকমা
২০৫ মেমোরী চাকমা
২০৬ মৃতিকা রঞ্জন চাকমা
২০৭ মৃনালেন্দু চাকমা
২০৮ যতন মারমা
২০৯ যুগান্তর চাকমা
২২১০ যোগ সাধন চাকমা
২১১ রতন কুমার চাকমা ১
২১২ রতন কুমার চাকমা ২
২১৩ রবি রঞ্জন চাকমা
২১৪ রবিধন চাকমা
২১৫ রনেল চাকমা ১
২১৬ রনেল চাকমা ২
২১৭ রিকন দেওয়ান
২১৮ রিনা চাকমা
২১৯ রিপা চাকমা
২২০ রুপি চাকমা
২২১ রেবতি রঞ্জন চাকমা
২২২ লিনা জেসমিন লুসাই
২২৩ লিলি দেওয়ান
২২৪ লিটন চাকমা
২২৫ লুপিন দেওয়ান
২২৬ শচীন চাকমা
২২৭ শরৎ জ্যোতি চাকমা
২২৮ শান্তি কুমার চাকমা
২২৯ শান্তনু চাকমা
২৩০ শান্তি লোচন চাকমা
২৩১ শান্তি বিজয় চাকমা
২৩২ শান্তি ময় চাকমা
২৩৩ শিবেন তালুকদার
২৩৪ শিশির কান্তি চাকমা
২৩৫ শ্রদ্ধা লংকার ভিক্ষু
২৩৬ শৈলেন্দু ভূষণ চাকমা
২৩৭ সমর বিজয় চাকমা
২৩৮ সত্রং চাকমা
২৩৯ সন্ধ্যা চাকমা
২৪০ সতীশ কান্তি চাকমা
২৪১ সত্য দর্শী ভিক্ষু
২৪২ সবিনয় চাকমা
২৪৩ সাহানা দেওয়ান
২৪৪ সাধন কুমার চাকমা
২৪৫ সীমা চাকমা
২৪৬ সুনীল ত্রিপুরা
২৪৭ সুমনা চাকমা
২৪৮ সুবতি চাকমা
২৪৯ সুচিন্ত দেওয়ান
২৫০ সুখময় খীসা
২৫১ সুজন চাকমা

২৫২ সুযশ চাকমা
২৫৩ সুস্মিতা খীসা
২৫৪ সুজাতা চাকমা
২৫৫ সুফল চাকমা
২৫৬ সুরেশ মণি চাকমা
২৫৭ ডাঃ সুশোভন দেওয়ান
২৫৮ সুদর্শী চাকমা
২৫৯ সুখী চাকমা
২৬০ সুখী প্রিয় চাকমা
২৬১ সুনীল বরন চাকমা
২৬২ সুগত দর্শী চাকমা
২৬৩ সুপর্না চাকমা
২৬৪ সুমেন চাকমা
২৬৫ সুমেধ চাকমা
২৬৬ সুচিত্র চাকমা
২৬৭ সুস্মমিতা চাকমা
২৬৮ ডাঃ সুচরিতা দেওয়ান
২৬৯ সুবটি চাকমা
২৭০ সুমেন চাকমা
২৭১ সুজিত মিত্র চাকমা
২৭২ সুব্রত দেওয়ান
২৭৩ সুশীল জীবন চাকমা
২৭৪ সুমিনা চাকমা
২৭৫ সুপন চাকমা
২৭৬ সুস্মিতা ত্রিপুরা
২৭৭ সূর্য ব্রত ত্রিপুরা
২৭৮ সূর্য রাম চাকমা
২৭৯ সোনাবী চাকমা
২৮০ সোনা ধন চাকমা
২৮১ সৌমেন চাকমা
২৮২ স্মৃতি জীবন চাকমা
২৮৩ স্নেহময় তালুকদার
২৮৪ স্বপন মার্মা
২৮৫ স্বপন কুমার চাকমা
২৮৬ হাসু চাকমা
২৮৭ হিমা চাকমা
২৮৮ হিমল দেওয়ান
২৮৯ হেমন্ত বিকাশ চাকমা ১
২৯০ হেমন্ত বিকাশ চাকমা ২
২৯১ হীরক দেওয়ান
২৯২ হ্যাপী চাকমা
২৯৩ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক - ১
২৯৪ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক - ২
২৯৫ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক- ৩
২৯৬ কলেজ গেইট উপজাতীয় জন কল্যাণ সমিতি

বিঃদ্রঃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামের তালিকায় বা বানানে ভুল হতে পারে এবং তা সম্পাদকের দৃষ্টিগোচর করলে কৃতজ্ঞ হব।

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বান্দরবান থেকে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
১	অমর শান্তি চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ভূগোল	৪র্থ	ভরত পাড়া, থানচি
২	য়্যাগ্য প্রু মারমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজ কল্যান ও গবেষণা	৩য়	মিনাঝিড়ি পাড়া, বান্দরবান সদর
৩	চিংসা থুই খেয়াং	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজতত্ত্ব	৪র্থ	ডোলবুনিয়া পাড়া, বান্দরবান সদর
৪	রেং ইয়ং ম্রো	জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	বাংলা	৩য়	রামবু পাড়া, বান্দরবান সদর
৫	উলা চিং চাক	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	লোক প্রশাসন	৩য়	চাক হ্যাডম্যান পাড়া, নাইক্ষ্যংছড়ি
৬	উশিং চাক	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ইতিহাস	৩য়	মধ্যম চাক পাড়া, বাইসারি, নাইক্ষ্যংছড়ি
৭	লাল লিম বম	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	লোক প্রশাসন	মাস্টার্স	সৈকত পাড়া, রুমা
৮	কিনটন ত্রিপুরা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আইন	২য়	নাজিরাম পাড়া, রুমা
৯	মাংয়া ম্রো	বান্দরবান স. কলেজ	অর্থনীতি (বিএসএস, অনার্স)	১ম	ডেবা পাড়া, সুয়ালক
১০	সিং ইয়ং ম্রো	রাঙ্গামাটি স. কলেজ	বিবিএস	১ম	সুয়ালক, বান্দরবান

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচীর আওতায় রাঙ্গামাটি জেলা থেকে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
১	পলব চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ভাষাতত্ত্ব	৪র্থ	চেয়ারম্যান পাড়া, বরকল
২	তপন চাকমা	কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিং	এমবিএ, একাউন্টিং	সমাপনী	রাঙ্গাপানি, সদর উপজেলা
৩	মিন্টু চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	নৃবিজ্ঞান	৪র্থ	থেগা থুমবাগ, বরকল
৪	হিমেল চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	রাজনীতি বিজ্ঞান	৪র্থ	হাগলাছড়া, বাঘাইছড়ি
৫	নিশাকর চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ব্যাংকিং	৪র্থ	শুকনাছড়ি, বরকল
৬	হিতৈশি চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পালি	৪র্থ	বামে আটরকছড়া, বরকল
৭	বিদর্শন দেওয়ান	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ইতিহাস	মাস্টার্স	মহাজনপাড়া, নানিয়ারচড়
৮	শান্তি জীবন চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সমাতত্ত্ব	৩য়	কজেইছড়ি, ঘাগড়া, কাউখালী
৯	জেরিকো চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	মাইক্রোবায়লজি	৩য়	শৈলেশ্বরী, নানিয়ারচর
১০	হেভেন চাকমা	সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	ব্যাচলর অব ইডুকেশন	৪র্থ	টেকনিক্যাল পাড়া, সদর উপজেলা
১১	রুনি চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ (একাউন্টিং)	২য়	বদনি ছড়া, লংগদু
১২	রাসেল চাকমা	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	নৃবিজ্ঞান	৩য়	আন্দারমানিক, বরকল
১৩	প্রিয়াংকা চাকমা	খ্রিস্টান মিশন হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা	নাসিং	৩য়	মোনঘর এলাকা, সদর উপজেলা
১৪	উৎপল চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	নৃবিজ্ঞান	৩য়	হাজাছড়া, সুবলং, বরকল
১৫	তুহীন চাকমা	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়	লোক প্রশাসন	২য়	বাকছড়ি, নানিয়ারচর
১৬	রুপিয়া চাকমা	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়	ফুড সাইন্স এন্ড টেকনোলজি	২য়	চংড়াছড়ি, সদর উপজেলা
১৭	সুইপ্রু মারমা	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ(মার্কেটিং)	২য়	ওয়াগগা, কাপ্তাই
১৮	অংশিচিং মারমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ(ব্যাংকিং)	৩য়	কচুখালী, কলমপতি, কাউখালী
১৯	সচিব চাকমা	ফরিদপুর ইঞ্জি. কলেজ	ইলেট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৩য়	শিজকমুখ, বাঘাইছড়ি
২০	বাবুধন চাকমা	কুমিলা বিশ্ববিদ্যালয়	নৃতত্ত্ব	২য়	গদাবান্যে ছড়া, লংগদু
২১	লিটন চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি	২য়	শিলছড়া, লংগদু

ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
২২	রুমেন চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজতত্ত্ব	৩য়	ভুয়ছড়া, বাগেইছড়ি
২৩	বাপ্পি চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পালি	২য়	করল্যাছড়ি, লংগদু
২৪	অন্বেষা চাকমা	খ্রিস্টান মিশন হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা	নার্সিং	২য়	মোনঘর এলাকা, সদর উপজেলা
২৫	রবিধন চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	দর্শন	২য়	জুরাছড়ি, নানিয়াচর
২৬	হিতো চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজতত্ত্ব	২য়	রাঙ্গাপানি, সদর উপজেলা
২৭	সপ্রতিভ চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ইতিহাস	২য়	রাঙ্গাপানি, সদর উপজেলা
২৮	সুখেল চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	গণিত	২য়	ভেদভেদি, সদর উপজেলা
২৯	মেকলিন চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পালি	২য়	হাজাছড়া, সুবলং, বরকল
৩০	শোভারানী চাকমা	ইন্ডিপেডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	পরিবেশ বিজ্ঞান	২য়	মরংছড়ি, রাঙ্গামাটি সদর
৩১	সুপ্রিয় চাকমা	রাঙ্গামাটি স. কলেজ	ইতিহাস (অনার্স)	১ম	বামে আটারকছড়া, লংগদু
৩২	গ্রীনিচ চাকমা	সিএইসটি পলিটেনিক্যাল ইনিষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটি	ইলেক্ট্রিক্যাল	এইসএসসি পরীক্ষার্থী	রাঙ্গাপানি, সদর উপজেলা
৩৩	সুপন চাকমা	ঐ	ইলেক্ট্রিক্যাল	এইসএসসি পরীক্ষার্থী	মোনঘর এলাকা, সদর উপজেলা

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচীর আওতায় খাগড়াছড়ি জেলা থেকে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
১	থৈ অং মার্মা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	অর্থনীতি	সমাপনী (এমএসএস)	মংজাই কার্বারী পাড়া, মাটিরাঙ্গা
২	পাই মং মারমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজ কল্যান ও গবেষণা	৩য়	গোগড়াছড়ি, সদর উপজেলা
৩	জেস চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক	৪র্থ	মধ্যবানছড়া, দিঘীনালা
৪	অননিতা চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পালি	মাস্টার্স	টংগ মহাজন পাড়া, মাটিরাঙ্গা
৫	তিশা চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	লোক প্রশাসন	৪র্থ	টি এন্ড টি, পানছড়ি
৬	অর্পন চাকমা	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সাংবাদিকতা	৩য়	কেয়াংঘাট, মহালছড়ি
৭	দিনট চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ইতিহাস	৩য়	উদলবাগান, দিঘীনালা
৮	যোগ্যশ্বর ত্রিপুরা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ, ব্যবস্থাপনা	৩য়	সাধু পাড়া, ভাইবোনছড়া, সদর উপজেলা

ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
৯	অনুপম চাকমা	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	বিবিএ (মার্কেটিং)	২য়	দুর্গামনিপাড়া, পানছড়ি
১০	বিশ্বান্ড়র চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ফার্মেসি	২য়	অনিল পাড়া, লোগাং, পানছড়ি
১১	হীরা চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ (আইবি)	৩য়	পূর্ব নারান খাইয়া, সদর উপজেলা
১২	ত্রিলোপ্রিয় চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ (ফিন্যান্স)	২য়	রঞ্জন কুমার পাড়া, পানছড়ি
১৩	উজানি চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ইংরেজি	২য়	মির্জা টিলা, পানছড়ি
১৪	বিভা চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	আইআরটিসি	৩য়	কনাচানপাড়া, পুজগাং, পানছড়ি
১৫	অমিয় দেওয়ান	পটুয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান	৩য়	মাইসছড়ি, মহালছড়ি
১৬	সৌহার্দ্য চাকমা	চুয়েট	ইলেট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৪র্থ	রাঙ্গাপানিছড়া, সদর উপজেলা
১৭	রিকুনা ত্রিপুরা	ইডেন মহিলা কলে	ইতিহাস	৪র্থ	লম্বাপাড়া, মেরুং বাজার, দিঘীনালা
১৮	জয়শ্রী চাকমা	পাবনা মেডিক্যাল কলেজ	এমবিবিএস	২য়	মন্দির পাড়া, ৫ নং ওয়ার্ড, মাটিরাঙ্গা
১৯	পিলন চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পদার্থ বিজ্ঞান	২য়	বাঘাইছড়িমুখ, দিঘীনালা
২০	রাজেশ্বর চাকমা	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	তথ্য ও প্রকৌশল	৩য়	বাবুছড়া, দিঘীনালা
২১	কবিতা চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	নৃ-বিজ্ঞান	৩য়	ফুটবিলপাড়া, সদর উপজেলা
২২	প্রসেনজিৎ ত্রিপুরা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	নৃ-বিজ্ঞান	২য়	হাড়ুক পাড়া, ৪ নং পেড়াছড়া, সদর উপজেলা
২৩	জিতায়ন চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পালি	৩য়	কাংড়িমাছড়া, দিঘীনালা
২৪	জীবন চাকমা	কুজেন্দ্র মলিকা কলেজ	বিজ্ঞান বিভাগ	এইসএসসি পরীক্ষার্থী	তারাবনিয়া, দিঘীনালা
২৫	মর্তরিকা ত্রিপুরা	পানছড়ি কলেজ		এইসএসসি, ১ম	মইদাছড়া, মাটিরাঙ্গা
২৬	পুরনবালা ত্রিপুরা	খাগড়াছড়ি স. মহিলা কলেজ		এইসএসসি, ১ম	মুড়া পাড়া, খাগড়াছড়ি সদর

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচীর আওতায় অধ্যয়ন সমাপ্তকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	স্থায়ী ঠিকানা
১	প্রদীপ চাকমা	নারায়নগঞ্জ	মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং (ডিপোমা)	বারাবান্যে মোন, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি
২	জয়া ত্রিপুরা	কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজ	এমবিবিএস	যামিনী পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
৩	রোনাল চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ইংরেজী	যাত্রামনি পাড়া, নানিয়াচর, রাঙ্গামাটি
৪	শুভকর চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজ তত্ত্ব	আন্দার মানেক, বরকল, রাঙ্গামাটি
৫	সুচিনা চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ	দেবছড়ি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি
৬	সুলভ চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আইন	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
৭	সুপন চাকমা	রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক	বামে লংগদু, লংগদু, রাঙ্গামাটি
৮	পুরক চাকমা	ডুয়েট	বিএসসি (সিভিল) ইঞ্জিনিয়ারিং	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর
৯	প্রকাশন চাকমা	খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	বিএসসি (সিভিল) ইঞ্জিনিয়ারিং	মহাজন পাড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি
১০	অপূর্বা চাকমা	আর্মড ফোর্স মেডিক্যাল ইনিষ্টিটিউট, ঢাকা	বিএসি নাসিং	বরকল সদর, রাঙ্গামাটি
১১	হেলি চাকমা	ইডেন মহিলা কলেজ	বোটানি	শিল কাটা ছড়া, দুরছড়ি, বাঘাইছড়ি
১২	প্রনয় চাকমা	শ্যামলী আইডিয়্যাল পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউট	ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
১৩	নিটোল চাকমা	পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউড, ব্রাক্ষণবাড়িয়া	আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টারিওর ডিজাইন টেকনলজি	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
১৪	দীপন চাকমা	খ্রিস্টান মিশন হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা	নাসিং	মোনঘর এলাকা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
১৫	সাপী চাকমা	ন্যাশন্যাল ইউথ ট্রেনিং সেন্টার, চট্টগ্রাম	নাসিং	মোনঘর এলাকা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
১৬	ডসিংনু মারমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আর্ন্তর্জাতিক সম্পর্ক	উজানী পাড়া, বান্দরবান সদর
১৭	ভানরাম থিলর বম	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	চারুকলা	বেতেল পাড়া, র‍্মা, বান্দরবান
১৮	অন্ড্রর দেওয়ান	সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	ব্যাচলর অব ইডুকেশন	নয়া পাড়া, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
১৯	জিগীসা চাকমা	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	বিএসসি নাসিং	কলোনী পাড়া, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
২০	নিপন ত্রিপুরা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মনস্তত্ত্ব	৩ নং রাবার বাগান, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
২১	অসীম চাকমা	পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউট, ফেনী	ইলেক্ট্রিক্যাল টেকনলজি	বাবুছড়া, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি

বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব
প্রতিবেদনের সময়ঃ জানুয়ারী ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৭

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১।	পূর্বের জের (৩০ জুন ২০১৫) ঃ		
ক)	হাতে নগদ	১০,৭০৮	
খ)	ব্যাকং নগদ	৩,৩২৭	
	উপ-মোট	১৪,০৩৫	
২।	আয়		
ক)	মাসিক চাঁদা	৭২০,৫৭০	
খ)	এককালীন চাঁদা	৭৩,৫০০	
গ)	বাৎসরিক চাঁদা	১০৪,১৬০	
ঘ)	অন্যান্য	৫,৯০০	
ঙ)	ব্যাংক সুদ	১৭৮	
চ)	সঞ্চয়ী ব্যাংক	৪৯৫	
	উপ-মোট	৯০৪,৮০৩	
	মোট	৯১৮,৮৮৩	(১+২)
৩।	ব্যয়		
ক)	হেল্প এর জন্য ট্রান্সফার	৮২১,০০০	
খ)	ভলান্টিয়ার সন্মানি বাবদ	৩৭,১০০	৬ জন
গ)	কিছু ছাত্রের জন্য অতিরিক্ত সহযোগিতা বাবদ	৩১,২০০	
ঘ)	যোগাযোগ/যাতায়াত এবং অকটেন	১৪,১৩০	
ঙ)	সাইকেল ১টি (দিঘীনালা ভলান্টিয়ারের জন্য)	৬,৭৫০	
চ)	অফিস স্টেশনারী	৫২০	
ছ)	ট্যাক্স, সার্ভিস চার্জ, এসএমএস চার্জ	৬৬০	
জ)	মিটিং এর চা-নাস্ড়া	১,০৮৫	
ঝ)	অন্যান্য	১,২০০	
	মোট	৯১৩,৬৪৫	
৪।	স্থিতি (৩১ ডিসেম্বর ২০১৭)		
	হাতে নাগাদ	২,১৩৮	
	ব্যাংক	৩,০৫৫	
	মোট	৫,১৯৩	

উল্লেখিত আয়-ব্যয়ের হিসাব ছাড়াও রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপের সহযোগিতায় ২টি চ্যারিটি শো হতে ১৬৬,০০০/- টাকা আয় হয় এবং উক্ত টাকা হেলপ ফান্ডে জমা হয়।

আপনিও হেল্প কর্মসূচিতে সহযোগিতা করতে পারেন

'হেল্প' মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। চরম দরিদ্রতার কারণে এসএসসি বা এইসএসসি পাশের পর প্রতি বছর পার্বত্য চট্টগ্রামের অসংখ্য গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে বা তাদের মেধা বিকশিত হতে পারছে না। প্রতি বছর হেল্প-এ আবেদনের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করেন। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সবাইকে সহযোগিতা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমরা অনেকেই হয়তো হাজার টাকা দিতে পারবো না, কিন্তু চেষ্টা করলে একশ থেকে শুরু করে কয়েক শত টাকা দান করতে পারবো। সহস্রজনে যদি শতটাকা করে দিতে পারি, তাহলে সেটাই হবে আমাদের বড় শক্তি। আজকে আপনার সামান্য সহযোগিতা হতে পারে একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্নপূরণের হাতিয়ার। পার্বত্য অঞ্চলের সম্ভাবনাময়ী অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্ন পূরণে আপনিও হেল্প কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

আর্থিক সহযোগিতার জন্যে আমাদের হিসাব নিম্নরূপঃ
Account Name: The Moanogharians - HELP
A/C No.: 0048-0310007920
Trust Bank Limited, Rangamati Branch

এছাড়া বিকাশের মাধ্যমেও অর্থ পাঠানো যাবেঃ বিকাশ নম্বর - ০১৮১৮৪৫৯৪১৭।

আমরা আর্থিক হিসাবে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে আমরা 'হেল্প'-এর যাবতীয় হিসাব সকল আর্থিক সহযোগিতা প্রদানকারীকে এসএমএস/ই-মেইলে এবং মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে অবহিত করে থাকি। 'হেল্প' সম্পর্কিত যে কোন তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করা যাবেঃ

ফোন নং- ০৩৫১-৬১২০৬, মোবাইলঃ ০১৫৫৬৫২৯৯৪৩
ই-মেইলঃ nanda.k.chakma@gmail.com

হেল্প কর্মসূচিতে আপনি যেভাবে সহযোগিতা করতে পারেন-

- মাসিক অনুদান (সামর্থ্য অনুসারে, যেমন-১০০ টাকা থেকে শুর" করে তদুর্দ্ধ)
- কোন ছাত্র/ছাত্রীকে হেল্প-এর মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে সহায়তাদান;
- এককালীন/ বাৎসরিক অনুদান;
- বাসায়/ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয়ী ব্যাংক রাখা যা ৬ মাস বা বৎসরে ১ বার সংগ্রহ করা হয়।
- পিতা/মাতা/কোন নিকটাত্মীয়ের নামে মেমোরিয়াল স্কলারশিপ চালুকরণ;
- পরিচিত কোন ব্যক্তি/বন্ধুবান্ধবকে হেল্প-এ সহযোগিতার জন্যে উৎসাহিত করা; হেল্প কর্মসূচীকে মানুষের কাছে তুলে ধরা।